

CPD suggests revision of fiscal

FROM PAGE 1

in the discussion, which include widening tax net, forming financial reporting council and ensuring accountability in the state-owned enterprises (SoEs).

Research Fellow Towfiqul Islam Khan in his key-note paper said it is imperative to revise the fiscal framework for FY2016 in a judicious manner to make the upcoming budget a realistic one.

He said from FY2009 to FY2016 gaps between the planned and the actual targets have risen by almost all components of the fiscal framework due to resource scarcity and unattained revenue targets.

The CPD researcher also said every year a highly ambitious fiscal framework is proposed which is later

revised but the actual realised figures are nowhere near the original targets.

CPD distinguished fellow Dr Debapriya Bhattacharya, its Executive Director Professor Mustafizur Rahman and other researchers were present in the meeting.

The discussants said the envisaged growth targets for FY17 in the revised budget are moderately ambitious.

To avoid any debacle in revenue collection and expenditure capability in the coming ambitious budget, they said, government should take the reality into consideration in preparing budget and set a moderate ambitious target with bringing transparency and accountability.

Debapriya Bhattacharya

said, "As per growing economy, the budget is not big but the problem is faulty income and expenditure mechanism."

He said the government's projected 7 per cent GDP growth in the upcoming budget could be achievable if its income is increased and the project implementation is done on time.

He said Bangladesh's 8.5 per cent tax-GDP ratio is one of the lowest ratios in the developing world (average 15 per cent).

Debapriya suggested the government take safeguard measures to weather any possible fallout from the global economic meltdown in the domestic economy.

Mustafizur Rahman recommended setting up an independent Public Expenditure Review

Commission for improving efficiency in the government's machinery related to economic development.

He also suggested transparency in defense spending, local government financing and transparency in NGO financing.

The CPD executive director said budget framework for FY2017 has to be more robust by setting the targets based on more realistic revised budget figures of the elapsing year.

He also made recommendations for expansion of tax base, introduction of a Benami Property Bill, changes in tax procedures for exporters, greater use of ICT-based tax compliance and operationalisation of transfer pricing cell under the National Board of Revenue.



Rescue workers work to pull out survivors trapped in a collapsed building after a huge earthquake struck, in the city of Manta, Ecuador, early on Sunday. PHOTO: AFP

CPD suggests revision of fiscal framework

7 pc growth target achievable, it says at pre-budget discussion

Staff Correspondent

The government needs to bring some amendments to its revenue and expenditure infrastructure for achieving the proposed 7 per cent growth target in the upcoming budget, a pre-budget dialogue suggested.

Held at the CIRDAP auditorium, the discussion was organised by the Centre for Policy Dialogue on Sunday.

To make a realistic budget and narrow budget deficits a lot of changes have been recommended

SEE PAGE 2 COL 5

CPD pleads for pragmatic budget

DHAKA : A leading think-tank has suggested preparing the next budget with a more realistic approach so most of the fiscal policies could be implementable, reports UNB.

The think-tank, Centre for Policy Dialogue (CPD), also attached priority to four areas to make the fiscal policies effective in propelling economic growth.

These include strengthening of the financial structure, increasing public expenditure and tax collection, ensuring transparency in budget making process and continuing reforms in various sectors.

It said expediting revenue generation and private sector investment and attaining quality and sustainable growth would be the major challenges to attain the fiscal target in the coming days.

CPD came up with the observations while briefing media about its recommendations for the upcoming national budget for 2016-17

(FY17) at the CIRDAP auditorium in the capital city on Sunday.

Finance Minister Abul Maal Abdul Muhith is expected to place the next budget at the Jatiya Sangsad (JS) on June 3, proposing an outlay of over Taka three lakh crore to take the country's GDP (gross domestic product) growth to a higher trajectory.

"The budget should be prepared by setting the target based on the revised budget of the elapsing year, which is more realistic," said CPD Distinguished Fellow Dr Debapriya Bhattacharya.

He said the quality of the budget would improve further should it be made with realistic approach after considering the local and global opportunities as well as the challenges.

The economist suggested that the government should take effective measures to mobilise more revenue resources by increasing the number of taxpayers.

CPD pleads for pragmatic budget

► **Staff Correspondent**

A leading think-tank has suggested preparing the next budget with a more realistic approach so most of the fiscal policies could be implementable.

The think-tank, Centre for Policy Dialogue (CPD), also attached priority to four areas to make the fiscal policies effective in propelling economic growth. These include strengthening of the financial structure, increasing public expenditure and tax collection, ensuring transparency in budget making process and continuing reforms in various sectors.

It said expediting revenue generation and private sector investment and attaining quality and sustainable growth would be the major challenges to attain the fiscal target in the coming days.

CPD came up with the observations while briefing media about its recommendations for the upcoming national budget for 2016-17 (FY17) at the CIRDAP auditorium in the capital city on Sunday.

Finance Minister Abul Maal Abdul Muhith is expected to place the next budget at the Jatiya Sangsad (JS) on June 3, proposing an outlay of over Taka three lakh crore to take the country's GDP (gross domestic product) growth to a higher trajectory. "The budget should be prepared by setting the target based on the revised budget of the elapsing year, which is more realistic," said CPD Distinguished Fellow Dr Debapriya Bhattacharya.

He said the quality of the budget would improve

► **See page 2 col 1**

CPD pleads for pragmatic

►► CONTINUED FROM PAGE 16
 further should it be made with realistic approach after considering the local and global opportunities as well as the challenges.

The economist suggested that the government should take effective measures to mobilize more revenue resources by increasing the number of taxpayers. Terming the new VAT (value added tax) law as modern and acceptable, he said strengthening

of the implementing agencies is also imperative to ensure proper implementation of the new law.

"Policymakers will need to calibrate and design the fiscal-budgetary measures and incentives by taking cognizance of the current trends concerning the key of macroeconomic correlates", said CPD Research Fellow Towfiqul Islam Khan as he was presenting the brief of the budget recommendations.

প্রাক বাজেট আলোচনায় সিপিডির সুপারিশ

কাঠামোর সংস্কার ও বৈশ্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় নতুন বাজেট প্রণয়ন করতে হবে

● অর্থনৈতিক প্রতিবেদক

আসন্ন বাজেটে অপ্রদর্শিত অর্থকে বিনিয়োগে আনার কৌশল খোঁজার পরামর্শ, পাশাপাশি এনজিওগুলোর কাজের পর্যবেক্ষণ এবং তাদের হাতে আসা বিদেশি তহবিলের এক-চতুর্থাংশ সরকারের তত্ত্বাবধানে ব্যয়, বাজেট কাঠামোর সংস্কার, রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি, প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের মাধ্যমে বাজেট বাস্তবায়নের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও বৈশ্বিক পরিস্থিতির সামনে রেখে বাজেট প্রণয়নের সুপারিশ করেছে বেসরকারি গবেষণা সংস্থা 'সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ' (সিপিডি)। এদিকে ব্যাংকিং কমিশন গঠনের পরিকল্পনা থেকে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত সরে এলেও দেশের আর্থিক খাতের স্বচ্ছতার স্বার্থে আর্থিক খাতে কমিশন গঠনের বিষয়ে আবারো সুপারিশ করেছে বেসরকারি গবেষণা সংস্থাটি। একই সঙ্গে 'ফিন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং অ্যান্ড'-ও দ্রুত বাস্তবায়নের দাবি জানিয়েছে সংস্থাটি। গতকাল রবিবার রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এসব সুপারিশ তুলে ধরে সিপিডি। সংস্থার রিসার্চ ফেলো তৈফিক ইসলাম খান অনুষ্ঠানে মূল সুপারিশমালা উপস্থাপন করেন। সিপিডির প্রতিবেদনে ৯ দফা সুপারিশ করা হয়। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক ড. মোস্তাফিজুর রহমান ও অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম, রিসার্চ ফেলো তৌফিকুল ইসলাম, গবেষণা পরিচালক ড. ফাহিমদা খাতুন প্রমুখ। মূল প্রস্তাবনা উপস্থাপন শেষে সিপিডির ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, বাজেট অর্থায়নে কর আহরণ প্রাধান্য খাত। কিন্তু ৪৩ শতাংশ মানুষ কর দিলেও বাকি ৫৭ শতাংশ করের আওতার বাইরে। এছাড়াও কর্পোরেট ট্যাক্স আহরণের ক্ষেত্রে সচেতন হতে হবে। নির্ধারিত সময়ের তুলনায় বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়ন না হওয়ায় এর ব্যয় বাড়ছে। অন্যদিকে, এর প্রকৃত সুফল পাচ্ছে না জনগণ। তিনি বলেন, সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে ২০০৭ ও ২০০৮ সালে ৯ হাজার ৬৮৩ কোটি টাকার অপ্রদর্শিত ও অবৈধ আয় বৈধ করা হয়েছে। অর্থাৎ ওই অর্থের হিসাব দেশের অর্থনীতির মূল ধারায় যুক্ত হয়েছে। এরপর আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকারের সময়ে ২০০৯ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত পাঁচ বছরে সাদা হয়েছে ২ হাজার ৯৮ কোটি টাকা। আর সর্বশেষ ২০১৪-১৫ অর্থবছরে প্রায় ৬৭৬ কোটি টাকার অপ্রদর্শিত টাকা বৈধ হয়েছে বলে এনবিআর-এর তথ্য। আবাদন খাতের সংগঠন রিহায প্রভি বছর বাজেটে বিনো প্রস্তু কালাে টাকা বিনিয়োগের সুযোগ চেয়ে বলেছে, এর মাধ্যমে অর্থ পাচার ঠেকানো এবং বিনিয়োগ বাড়ানো সম্ভব। দেবপ্রিয় বলেন, সরকারি প্রতিষ্ঠানের জরিপে দেখা গেছে, দেশে কর দেয়ার মতো যোগ্য লোকের অর্ধেকেরও কম লোকে কর দেয়। বাঁকিয়া কর দিচ্ছে না। এদের কীভাবে করের আওতায় আনা যায়, তা সরকারকে ভাবতে হবে। যারা কর ফাঁকি দিচ্ছেন, তাদের আইনের আওতায় আনার পাশাপাশি নতুন কর বৈধতার মাধ্যমে ক্রমাশয়ে সবাইকে এর আওতায় আনার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, বর্তমানে সরকারি হিসাব অনুযায়ী আমরা ৭ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছি। এই উচ্চতর প্রবৃদ্ধি যাতে ধরে রাখা যায় ও টেকসই হয়- এ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই এবারের বাজেট প্রস্তাবনা করা হয়েছে। বাজেট প্রস্তাবনায় ৫টি বিষয়ের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এগুলো হচ্ছে- সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো কী হবে; রাজস্ব আদায় বাড়তে কী কী পদক্ষেপের সুযোগ আছে; সরকারি ব্যয়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও কী কী প্রাধিকার দিতে হবে; প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার ও বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে সামনে রেখে কী কী স্বাক্ষরকৃত রাখা সরকারি ইত্যাদি। দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, এই মুহূর্তে আর্থিক খাতের সঠিক স্বাস্থ্য কী আমরা কেউ বলতে পারি না। সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর আয়-ব্যয়ের বিষয়ে সঠিক কোনো তথ্য আমরা জানতে পারি না। তিনি বলেন, এ কমিশন শুধু রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানই নয়, বেসরকারি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর অনিয়ম-দুর্বলতাও খতিয়ে দেখবে। পানামা

পেপারস সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জবাবে দেবপ্রিয় বলেন, দেশ থেকে অর্থ পাচারের বিষয়টি আমরা অনেক আগে থেকেই বলে আসছি। আন্ডার ইনভয়েস, ওভার ইনভয়েস ছাড়াও বিদেশে বিনিয়োগের নামে অর্থ পাচার হচ্ছে কিনা- তা খতিয়ে দেখা সরকার। তিনি বলেন, তবে পাচার প্রতিরোধে অবৈধ সম্পদ ও আয় এগুলোকে একটা আইনি কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসতে হবে এবং এগুলোকে মূল অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন, আমাদের অর্থনীতিতে 'রাজনৈতিক অর্থনীতি' বলে একটা বিষয় আছে, এটি নিয়ন্ত্রণ করার মতো সদিচ্ছা ও মনোবল সরকারের আছে কিনা- সেটাও ভেবে দেখতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভের অর্থ চুরি অর্থনীতিতে কোনো নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে কিনা এ বিষয়ে তিনি বলেন, রিজার্ভ থেকে যে পরিমাণ অর্থ গেছে,



- ❖ **বাজেটে কালো টাকা বিনিয়োগে আনার সুযোগ দিতে হবে**
- ❖ **বাজেটের বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়াতে বাস্তবায়নযোগ্য বাজেট প্রণয়ন করতে হবে**
- ❖ **বাজেটের আকার বড় ও স্থানীয় সরকার বাজেট দিতে হবে**
- ❖ **রিজার্ভ চুরি নিয়ে উন্মুক্ত শুনানি হওয়া উচিত**

তারচেয়ে অনেক বেশি অর্থ হাতিয়ে নিয়ে গেছে হলমার্ক ও বিসমিল্লাহ গ্রুপ। এখানে অর্থ চুরির চেয়েও বড় বিষয় হচ্ছে গুণগত বিষয়টি। তবে এ ঘটনাটি নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে। ঘটনাটি আমরা প্রথম বিদেশি গণমাধ্যম থেকে জেনেছি এবং ঘটনাটি বিভিন্ন দেশে আলোচনা হয়েছে উল্লেখ করে দেবপ্রিয় বলেন, এ ঘটনার পর অর্থ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ ব্যাংকের আচরণে আমাদের আর্থিক খাতের সমন্বয়হীনতা ও সিদ্ধান্তহীনতা প্রকাশ পেয়েছে। তিনি আরো বলেন, এ ঘটনাটি একেবারে হিসেবে আমাদের মস্তিস্রভা ও অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে আলোচনা হয়েছে কি না- আমি জানি না। তবে অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির উচিত বিষয়টি নিয়ে উন্মুক্ত শুনানির আয়োজন করা; বাজেট কাঠামোর সংস্কারের ওপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, বাজেটের প্রাক্কলন ও বাস্তবায়নের মধ্যে পার্থক্য ক্রমাশয়ে বেড়ে চলেছে। সব থেকে বড় পার্থক্য সৃষ্টি হচ্ছে অর্থায়নের ক্ষেত্রে। দ্বিতীয়ত, বৈদেশিক সাহায্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে। আর অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে বড় পার্থক্য সৃষ্টি হচ্ছে রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে এবং ব্যাংক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) ক্ষেত্রে। চলতি ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এই পার্থক্য বিগত কয়েক বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে চলে গেছে। এতে বাজেটের বিশ্বাসযোগ্যতা হারাচ্ছে। এ কারণে আগামী বাজেটে গুণগত মানের বিষয়টির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছি আমরা। উদাহরণ হিসেবে তিনি বলেন, প্রতি বছর বাজেটের

আর্থিক আকার বাড়ছে সাড়ে ১৬ শতাংশের মতো, অন্যদিকে বাজেট বাস্তবায়নের আকার বাড়ছে ১৪ শতাংশ। বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে আগের বছরের প্রাক্কলিত বাজেটের পরিবর্তে সংশোধিত বাজেটকে ভিত্তি ধরে নতুন বাজেট প্রণয়ন করা দরকার। সব থেকে ভালো হয়, যদি বাজেট বাস্তবায়নের আকারের ওপর ভিত্তি করে বাজেটের আর্থিক আকার নির্ধারণ করা যায়। দেবপ্রিয় বলেন, তবে বাংলাদেশের বাজেটের যে আকার এটা জিডিপির ১৭ শতাংশ, এটা মোটেও উচ্চাভিলাষী বাজেট নয়। এটা বাড়িয়ে ২২-২৩ শতাংশ করা গেলে ভালো। বাজেট কাঠামো সংস্কারে স্থানীয় সরকার বাজেট ঘোষণা তথা বাজেটে স্থানীয় সরকার খাতে বরাদ্দের বিষয়টি পৃথকভাবে উল্লেখ করার প্রস্তাব করেন তিনি। এ ছাড়া সামাজিক সুরক্ষা খাত, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতেও যথাযথ বরাদ্দ দেয়া প্রয়োজন। দেবপ্রিয় বলেন, এ বছর আমাদের জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার সর্বোচ্চ হলেও ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগ নেমে গেছে অনেক নিচে। কর্মসংস্থানের পরিমাণও কম। এডিপি বাস্তবায়নের হার গত কয়েক বছরের মধ্যে সবচেয়ে কম এবং রাজস্ব প্রবৃদ্ধির হার গত ১৪ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। কর্মসংস্থান হ্রাসের বিষয়ে সিপিডির প্রতিবেদনে বলা হয়, গত দুই বছরে (২০১৩-২০১৫) মাত্র ৬ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। অথচ এর আগে ২০০৩ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর প্রায় ১৪ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছিল। তিনি বলেন, বর্তমানে জিডিপিতে সেবা খাতের অবদানই সবচেয়ে বেশি। চলতি বছর জিডিপির প্রবৃদ্ধিতে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি বড় ধরনের প্রভাব ফেলেছে। জিডিপির বাড়তি যে প্রবৃদ্ধি হয়েছে তার ৮০ শতাংশই রাষ্ট্রীয় খাত থেকে এসেছে। তবে প্রবৃদ্ধি বাড়তে হলে জিডিপিতে শিল্প খাতের অবদান বাড়তে হবে এবং কর্মসংস্থান বাড়ি এমন খাতকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। রাজস্ব আদায় বাড়ানোর ওপর গুরুত্বারোপ করে দেবপ্রিয় বলেন; আয়করের আওতায় পড়ে এমন সম্ভাব্য ৫০ শতাংশ লোক এখনো আয়কর দেয় না। আয়কর বাড়ানোর চেষ্টে নতুন আয়করদাতার সংখ্যা বাড়ানো দরকার। সার্বিকভাবে 'আগামী বাজেট দরিদ্র ও দুস্থবান্ধব, উপাধীনমুখী, করবান্ধব ও সংস্কারমুখী ও বিজ্ঞানসম্মত হবে' এমন প্রত্যাশা ব্যক্ত করে দেবপ্রিয় বলেন, সরকারের নীতি বাস্তবায়নে সংস্কারের মাধ্যমে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং আয়-ব্যয়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা আনা দরকার। এ ছাড়া প্রতিবছর বাজেট এছাড়া প্রতিরক্ষা বাজেট এবং এনএজওদের বৈদেশিক সহায়তা ব্যয়ের বিষয়টিও আলোচনা করা দরকার। দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির কথা বিবেচনায় আগামী ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেট আরো বড় করার পরামর্শ দিয়েছে বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)। যেখানে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত এবার ৩ লাখ ৪০ হাজার কোটি টাকার চেয়ে বেশি বাজেট দেয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন। যেখানে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বাজেট ২ লাখ ৯৫ হাজার ১০০ কোটি টাকা। সংবাদ সম্মেলনে সিপিডির পক্ষ থেকে বলা হয়, আগামী ২০১৬ ৭ অর্থবছরের বাজেটের জন্য অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত যে আভাস দিয়েছেন দেশের অর্থনৈতিক অস্থায়ী বিবেচনায় তা আরো বাড়ানো প্রয়োজন। এ সময় সিপিডির সমন্বিত ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, বাজেট বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা গুণগত মানসম্পন্নও হতে হবে। আগামী বাজেট হতে হবে অন্তর্ভুক্তিমূলক, দরিদ্র ও দুস্থবান্ধব, উপাধীনমূলক, সংস্কারমূলক ও বৈশ্বিক অর্থনৈতিক বান্ধব। এদিকে সিপিডির প্রতিবেদনে বাংলাদেশ পরিসংখ্যার ব্যুরোকে (বিবিএস) শক্তিশালী করা এবং এর সক্ষমতা বাড়াতে কমিশন গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে বলা হয়, বিবিএস-এর পরিসংখ্যান নিয়ে বিভিন্ন সময়ে সংশয় দেখা দেয়। এ প্রেক্ষিতে সংস্থার সক্ষমতা বাড়াতে বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি কমিশন গঠন করা প্রয়োজন। জিডিপির প্রবৃদ্ধি হারের সরকারি হিসাব সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে বলা হয়, ছয় মাসের হিসাব নিয়ে সরকার যে প্রাক্কলন করে পরবর্তীতে বিবিএস-এর তত্ত্বাবধানে হিসাবের সঙ্গে এর পার্থক্য লক্ষ করা যায়।

দরিদ্রবান্ধব কর্মমুখী বাজেট তৈরির তাগিদ দিয়ে সিপিডি আয়-ব্যয় বাড়াতে চাই সংস্কার

● নিজস্ব প্রতিবেদক

অর্থনীতির আকার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আগামী অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ বাড়ানোর পরামর্শ দিয়েছে বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)। দরিদ্রবান্ধব কর্মমুখী বাজেট প্রণয়ন করতে বেশি পরিমাণ মানুষকে করের আওতা নিয়ে আসার প্রস্তাব দিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। সরকারি আয়-ব্যয়ে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে স্বাধীন সরকারি ব্যয় পর্যালোচনা কমিশন ও পরিসংখ্যান কমিশন গঠন, ভ্যাট আইনের প্রয়োগ, ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং অ্যাক্ট, বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির কার্যকর প্রয়োগের পরামর্শ দিয়েছে

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫



সিপিডির সংবাদ সম্মেলনে রোববার বক্তব্য রাখেন ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য ও ড. মোস্তাফিজুর রহমান ● আলোকিত বাংলাদেশ

আয়-ব্যয় বাড়াতে

● ১ম পৃষ্ঠার পর

সিপিডি। আগামী অর্থবছরের জাতীয় বাজেটকে সামনে রেখে সিপিডির প্রস্তাবনায় এসব বিষয় উঠে এসেছে। রোববার রাজধানীর একটি সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব প্রস্তাব ভুলে ধরে সিপিডি। এতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সংস্থার রিসার্চ ফেলো তৌফিক ইসলাম খান। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক ড. মোস্তাফিজুর রহমান ও অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম। প্রবন্ধের ওপর আলোচনা করেন সিপিডির ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে উচ্চ আয়, উচ্চ ব্যয়, উচ্চ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা থাকা স্বাভাবিক, যা সবসময় বড় বাজেটের দিকেই ইঙ্গিত বহন করে। কিন্তু সেই বাজেট প্রণয়নে দরিদ্রবান্ধব, উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান-সহায়ক হওয়া প্রয়োজন। একই সঙ্গে বৈশ্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনাও করতে হবে এবং আর্থিক কাঠামো সংস্কারে ভূমিকা রাখতে হবে। সর্বোপরি বাজেট প্রণয়নে গুণগত মান বাড়ানোর সুপারিশ করা হয়েছে। বাজেটের প্রাক্কলনের সঙ্গে বাস্তবায়নের ব্যবধান বাড়ছে। সেক্ষেত্রে বাজেটের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে আরও বাস্তবভিত্তিক হওয়া প্রয়োজন বলে মত দেন তারা। এজন্য সংশোধিত বাজেটের সঙ্গে তুলনা করে নতুন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, আমাদের অর্থনীতি যে আকারে বড় হয়েছে, সে তুলনায় বাজেটের আকার বাড়েনি। প্রতি বছর আর্থিক মূল্যে বাজেট সাড়ে ১৬ শতাংশ বাড়লেও বাস্তবায়নে দেখা যায় বেড়েছে ১৪ শতাংশ। এর মধ্যে মূল্যস্ফীতির প্রায় ৬ শতাংশ বাদ দিলে জাতীয় আয়ের তুলনায় বাজেট খুব বেশি বাড়ছে না।

দেবপ্রিয় বলেন, দেশের অর্থনীতি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। আর সেটা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আচরণ ও অর্থমন্ত্রীর বক্তব্যে প্রকাশ পেয়েছে। তিনি আরও বলেন, দেশের আর্থিক নেতৃত্বে বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতি বিরাজ করছে। বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো কার্যকর নেই। অর্থনৈতিক শাসন ব্যবস্থায় কোনো অসংগতি আছে কিনা, তা খতিয়ে দেখার সুপারিশ করেছেন তিনি।

অর্থ পাচার প্রসঙ্গে দেবপ্রিয় বলেন, দেশ থেকে অবৈধ উপায়ে নামে-বেনামে টাকা বের হয়ে যাচ্ছে। গুরুতর এ অপরাধের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে। বিদেশে অবস্থিত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ হিসাবে আনতে হবে। অর্থ পাচার রোধে রাজনৈতিক অর্থনীতি সক্রিয় রয়েছে। সেটা মোকাবেলায় প্রশাসনের সামর্থ্য রয়েছে কিনা, সে বিষয়ে তিনি সংশয় ব্যক্ত করেন। একই সঙ্গে সরকারের মনোবল নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। বিশ্ববাজারে তেলের দর কম থাকায় অনেক সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে। তবে বিশ্ব অর্থনীতি অনেক জটিলতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। কোনো সমস্যা তৈরি হলে তা প্রতিরোধের যথেষ্ট প্রস্তুতি রাখতে হবে। এছাড়া আর্থিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে বি-পিসি, বিজেএমসি, সরকারি ব্যাংকসহ বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয়ের হিসাব জনগণের কাছে তুলে ধরার দাবি জানিয়েছেন দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। একই সঙ্গে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলোর (এনজিও) উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সরকারের উন্নয়ন বাজেট সমন্বয় প্রয়োজন বলেও মত দেন তিনি।

ড. মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, ব্যাংকের বেসরকারি খাতে ঋণ বিতরণের প্রবৃদ্ধি বাড়ছে, কিন্তু মেয়াদি ঋণের হার বাড়ছে না। এ অর্থ কি ভোক্তাঋণে যাচ্ছে, না অন্য কোনো খাতে যাচ্ছে, তা খতিয়ে দেখতে হবে। বাজেট ঘাটতি অর্ধান হলে সঞ্চয়পত্র বিক্রির মাধ্যমে। তবে বিভিন্ন পক্ষের সঞ্চয়পত্রের সুদহার কমানোর দাবি রয়েছে। ক্ষুদ্র সঞ্চয়কারীদের বিষয়টি মাথায় রেখে সুদহার না কমানো উচিত হবে না। কেননা এতে ব্যাংকের আমানতে সুদহার আরও কমে যাবে। এতে করে সুদহারের সঙ্গে মূল্যস্ফীতি বাদ দিলে টাকার মান ঋণাত্মক হয়ে যায়।

মূল প্রবন্ধে তৌফিকুল ইসলাম খান বলেন, চলতি অর্থবছরে রাজস্ব আদায় লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ৩৮ হাজার কোটি টাকা কম আদায় হতে পারে। এ সময় আয়কর আদায়ে প্রবৃদ্ধি হয়েছে মাত্র ৬ দশমিক ৮ শতাংশ, যা বিগত ১৪ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। তিনি জানান, কর্মসংস্থান সৃষ্টিতেও নেতিবাচক প্রবাহ রয়েছে। ২০১৩ থেকে ২০১৫ সালের জুলাই-সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দেশে ৬ লাখ কর্মসংস্থান বেড়েছে, যা বার্ষিক হারে ২০ লাখ। কিন্তু আগের দশকে প্রতি বছর ১৩ লাখ ৮০ হাজার কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছিল। তিনি আরও জানান, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়ন কম হচ্ছে। বিশেষ করে বৈদেশিক সাহায্যের শতকরা ৭৫ ভাগ অব্যবহৃত থাকছে।

সংবাদ সম্মেলনে আরও বলা হয়েছে, আর্থিক খাত ধীরে ধীরে দুর্বল জায়গায় চলে যাচ্ছে। তথ্যের স্বচ্ছতার অভাব দেখা দিয়েছে। বাজেটে বড় বড় আহারের লক্ষ্যমাত্রা দেয়ার পর যদি বাস্তবায়ন না হয়, তাহলে বিশ্বাসযোগ্যতা কমে যাবে। এমন পরিস্থিতিতে সাময়িকভাবে একটি আর্থিক সংস্কার ও পরিসংখ্যান কমিশন গঠনের সুপারিশ করা হয়েছে। এছাড়া অর্থনীতিসংক্রান্ত আইন, বিধিবিধান সংস্কারের দাবি করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরে যে জিডিপি প্রবৃদ্ধি প্রাক্কলন করা হয়েছে সে প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের জবাবে ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, এ বছর যে প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে তাতে সরকারি বেতন বৃদ্ধি ও সরকারি ব্যয়ের ভূমিকাই বেশি। এটি আরও স্পষ্ট হয়েছে আমাদের ব্যক্তি বিনিয়োগ কমাতে। এ বছর আমাদের ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগ কমেছে। রাজস্ব আদায় কমেছে। অথচ জিডিপি প্রবৃদ্ধি বেড়েছে। এমনটি হওয়ার কথা নয়।

এক প্রশ্নের জবাবে ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, সাধারণত সরকারি বিনিয়োগ বাড়লে বেসরকারি বিনিয়োগও বাড়ার কথা। কিন্তু আমাদের হয়েছে উল্টো। সরকারি বিনিয়োগ বাড়লেও সে তুলনায় বেসরকারি বিনিয়োগ বাড়েনি। বিষয়টি সরকারি বিনিয়োগের দুর্বলতাকেই প্রকাশ করে। সরকারি বিনিয়োগে অপচয় ও দর্শনীর ফলে কাঙ্ক্ষিত মানের অবকাঠামো উন্নয়ন না হওয়ার কারণেই বেসরকারি বিনিয়োগ বাড়েনি।

অর্থনীতিতে প্রতিরক্ষা ও এনজিওর ভূমিকা পর্যালোচনার দাবি সিপিডি'র

জাফর আহমদ : অর্থনীতিতে প্রতিরক্ষা বাহিনী ও এনজিওর ভূমিকা পর্যালোচনার তাগিদ দিয়েছেন সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)। গতকাল সকালে রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে সিপিডি'র বাজেট স্টেট অব বাংলাদেশ ইকোনোমি ইন ২০১৫-১৬ এর বাজেট প্রস্তাবনা সম্পর্কিত সংলাপে এ তাগিদ দেন। সিপিডি'র নির্বাহী পরিচালক ড. মুস্তাফিজুর রহমানের সঞ্চালনায় মূল প্রস্তাবনা উপস্থাপন করেন তৌফিকুল ইসলাম। বক্তব্য রাখেন সম্মানিত ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য ও অতিরিক্ত পরিচালক ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রতিরক্ষাবাহিনী ও এনজিও বহুমাত্রিক অবদান রাখছে। এ জন্য তাদের ভূমিকা পর্যালোচনা দাবি রাখে। অর্থনৈতিক কাঠামোতে তাদের অবদান সন্নিবেশিত করতে হবে। তিনি বলেন, বাংলাদেশের সেনাবাহিনী বৈদেশিক শান্তি রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এর মাধ্যমে তারা বৈদেশিক মুদ্রা আনছে, যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও রিজার্ভ বৃদ্ধিতে অসামান্য ভূমিকা রাখছে। অবকাঠামো উন্নয়ন, দুর্যোগ মোকাবিলাতে বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা বাহিনী অনিবার্য অংশীজনে পরিণত হয়েছে। সমুদ্র জয়ের, সমুদ্রের সম্পদ রক্ষার জন্য এক বড় দায়িত্ব নৌবাহিনীর উপর আর্ভিত হয়েছে। এ অবস্থায় এই প্রতিরক্ষা বাহিনীকে আরও সক্ষম ও উপযোগী করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। সে জন্য এ সব খাতে এরপর পৃষ্ঠা ২, কলাম ৭

অর্থনীতিতে প্রতিরক্ষা ও এনজিওর

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) যে বরাদ্দ রাখা হয়েছে তা পর্যালোচনা করার প্রয়োজন আছে। যেসব ক্ষেত্রে গোপনীয়তা রক্ষার প্রয়োজন আছে তা রেখেই সেনা ও নৌবাহিনীর উন্নয়নের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া দরকার। তাদের যুগোপযোগী করা প্রয়োজন।

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা (এনজিও) সম্পর্কে দেবপ্রিয় বলেন, দেশের উন্নয়নে অন্যতম অংশীজন হচ্ছে দেশে কার্যরত এনজিও সমূহ। এসব এনজিও বৈদেশিক সাহায্যের বড় একটি অংশ খরচ করছে। কিন্তু বাজেট কাঠামোর মধ্যে এনজিও সমূহের কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। আগামী বাজেটে এনজিও সমূহের এসব কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রস্তাব রাখেন এই অর্থনীতিবিদ। পাশাপাশি তাদের কার্যক্রমও পর্যবেক্ষণ করার তাগিদ দেন দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। সম্পাদনা : সুমন ইসলাম

সিপিডির মিডিয়া ব্রিফিং

অপ্রদর্শিত আয় বিনিয়োগে আনার সুপারিশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

আগামী অর্থবছরের বাজেটে দেশের সব ধরনের বেনামি সম্পদ ও অপ্রদর্শিত অর্ধেকে বিনিয়োগের মূলধারায় নিয়ে আসার কৌশল খোজার জন্য সরকারের প্রতি পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। গতকাল বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে এ পরামর্শ দিয়েছে। একই সঙ্গে তারা

- রাজস্ব ঘাটতি হবে ৩৮ হাজার কোটি টাকা
- এডিপি বাস্তবায়ন কম
- প্রবৃদ্ধি অর্জন নিয়ে সংশয়
- রিজার্ভ চুরি নিয়ে সংসদ নীরব

গতকাল রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে জাতীয় বাজেট ২০১৬-১৭ উপলক্ষে সুপারিশমালা পেশ করতে মিডিয়া ব্রিফিংয়ের আয়োজন করে সিপিডি। এতে সিপিডির সম্মানীয় ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, নির্বাহী পরিচালক খন্দকার মুস্তাহিদুর রহমান ও অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ড. দেবপ্রিয় বলেন, দেশে বেনামি সম্পত্তি ও এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ৭

অপ্রদর্শিত আয় বিনিয়োগে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) অপ্রদর্শিত আয় বিনিয়োগের মূল ধারায় নিয়ে আসতে হবে। এর জন্য সুযোগ দেওয়া উচিত। না এলে শক্তির ব্যবস্থা করা উচিত। অনুষ্ঠানে চলতি অর্থবছরের সাময়িক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, বাজেট বাস্তবায়ন এবং আগামী বাজেটের সুপারিশবিষয়ক নিবন্ধ তুলে ধরেন সিপিডির অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক তৌফিকুল ইসলাম খান।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বাজেট বাস্তবায়নে দুর্বলতার দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, চলতি বাজেটেও বৈদেশিক সহায়তা ব্যবহারের যে প্রাক্কলন করা হয় তার খুব কম অংশই বাস্তবায়ন হয়েছে। একই পরিস্থিতি কর আদায়, এডিপি বাস্তবায়ন এবং অন্যান্য ক্ষেত্রেও বিদ্যমান। আর চলতি ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বাজেট প্রাক্কলন ও বাস্তবায়নের পার্থক্য আগের বছরগুলোর তুলনায় সবচেয়ে বেশি। বাংলাদেশের অর্থনীতির চাহিদা অনুযায়ী বড় বাজেট কাম্য উল্লেখ করে ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, বাজেটে উচ্চ আয়, উচ্চ ব্যয় এবং উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনের মূল লক্ষ্য রাখতে হবে। তবে তা যেন শুধু লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণেই সীমিত না থাকে বাস্তবায়নও নিশ্চিত করতে হবে।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে যে ভূত্বকি দেওয়া হচ্ছে তা কীভাবে ব্যয় করা হচ্ছে বা এর যথার্থতা ভাবার সময় এসেছে। বিশেষ করে সরকারি ব্যাংকগুলো দুর্নীতির মাধ্যমে জনগণের টাকা খোয়ানোর পর তা করদাতাদের অর্থে ভূত্বকি দেওয়া হবে, এটি মেনে নেওয়া যায় না। এ প্রবণতা বন্ধ হওয়া উচিত। বর্তমানে বিশ্ববাজারে তেলের দাম কম থাকায় এ খাতে সরকারকে ভূত্বকি দিতে হচ্ছে না উপরন্তু বড় অংকের মুনাফা করছে। এ অর্থ সামাজিক সুস্বাস্থ্য খাতে এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় করা প্রয়োজন। এদিকে এমজিওগুলো বড় অঙ্কের বৈদেশিক সহায়তা খাতের একটি বড় অংশ খরচ করে। তাই তাদের কীভাবে কাজটায় কাঠামোর মধ্যে আনা যায় সেটি ভাবার পরামর্শ দেন ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। বিশু অর্থনীতির মন্দা পরিস্থিতির বিষয় উল্লেখ করে তিনি বলেন, আগামীতে বিশু অর্থনীতি কিছুটা চাপের মধ্য দিয়ে যাবে। এ অবস্থায় বাংলাদেশের রপ্তানি এবং রেমিট্যান্স আয়ে যদি নেতিবাচক প্রভাব পড়ে সে ব্যাপারেও এখনই সরকারকে সতর্ক থাকতে হবে। বাজেটে এ বিষয়ে দিকনির্দেশনা থাকা দরকার।

মূল প্রবন্ধে তৌফিকুল ইসলাম খান বলেন, আমাদের রাজস্ব আহরণ পরিস্থিতি এখনো অনেক কম। বেসরকারি বিনিয়োগ কমায় কর্মসংস্থান সৃষ্টিও কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় নেই। চলতি অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে এডিপি বাস্তবায়ন হয়েছে মাত্র ৪১ শতাংশ। যা গত ছয় বছরে সর্বনিম্ন। সক্ষয়কারীর জন্য সুদের হার শূন্যের কাছাকাছি (আমানতের সুদ থেকে মূল্যস্ফীতি বাদ দিয়ে)। অর্থাৎ ব্যাংকের স্প্রেড (আমানত ও ঋণের সুদ হারের পার্থক্য) ৫ শতাংশের বেশি। এ ধরনের পরিস্থিতিতে সক্ষয় কমে যেতে পারে, আবার বিনিয়োগও প্রভাবিত হতে পারে। আর দেশের আমদানি বাড়লেও মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি কমেছে সাড়ে ৭ শতাংশ। এ ধরনের পরিস্থিতিতে কর্মসংস্থান ও বিনিয়োগমুখী বাজেট প্রশ্ন করা দরকার। উচ্চ আয় ও উচ্চ ব্যয়ে বাজেট করা হলেও সেটি যেন বাস্তবায়ন নিশ্চিত হয় সেদিকেই বেশি নজর দেওয়া প্রয়োজন। আর আর্থিক খাত ও পরিসংখ্যান বিভাগের সংস্কারের জন্য পৃথক কমিশন গঠনের প্রস্তাব দেন তিনি।

চলতি অর্থবছরে যে জিডিপি প্রবৃদ্ধি প্রাক্কলন করা হয়েছে সে প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের জবাবে দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, এ বছর যে প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে তাতে সরকারি বেতন বৃদ্ধি ও সরকারি ব্যয়ের ভূমিকাই বেশি। এটি আরও স্পষ্ট হয়েছে আমাদের ব্যক্তি বিনিয়োগ কমাতে। এ বছর আমাদের ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগ কমেছে। রাজস্ব আদায় কমেছে। অর্থাৎ জিডিপি প্রবৃদ্ধি বেড়েছে। এমনটি হওয়ার কথা নয়। কিন্তু সেবা খাতের কারণেই এবার প্রবৃদ্ধি বাড়ছে। রিজার্ভ চুরি প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, যে পরিমাণ অর্থ রিজার্ভ থেকে চুরি হয়েছে এতে অর্থনীতিতে হয়তো বড় ধরনের কোনো প্রভাব পড়বে না। কারণ বিসমিল্লাহ গ্রুপ ও হলমার্ক কোলেক্টারিসহ বড় বড় অনাদায়ী ঋণে অর্থ জালিয়াতির পরিমাণ আরও অনেক বেশি। তবে এ ধরনের ঘটনায় বাংলাদেশের সম্পদ রক্ষায় ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নতুন উদ্যোগ যোগ হলো। তাছাড়া বাংলাদেশের রিজার্ভ চুরির ঘটনায় অন্য দেশগুলোতে সিনেটে আলোচনা হচ্ছে। অর্থাৎ আমাদের কেবিনেট মিটিংয়েও বিষয়টি উঠেনি। আমাদের সংসদীয় কমিটিও এ নিয়ে কোনো পদক্ষেপ নেয়নি বা সভা করেনি। অর্থাৎ পশ্চাত্তিক দেশ হিসেবে সংসদে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হওয়া দরকার। পানামা পেপারস ফাঁসের ঘটনার প্রেক্ষিতে দেবপ্রিয় বলেন, আমাদের জনগণের সম্পত্তি ও আয়কে আইনি কাঠামোর মধ্যে আনতে পদক্ষেপ নিতে হবে। এক্ষেত্রে সরকারের সদিচ্ছাই বড় বিষয়।

এক প্রশ্নের জবাবে ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, সাধারণত সরকারি বিনিয়োগ বাড়লে বেসরকারি বিনিয়োগও বাড়ার কথা। কিন্তু আমাদের হয়েছে উল্টো। সরকারি বিনিয়োগ বাড়লেও সে তুলনায় বেসরকারি বিনিয়োগ বাড়েনি। বিষয়টি সরকারি বিনিয়োগের দুর্বলতাকেই প্রকাশ করে। সরকারি বিনিয়োগে অগাচয় ও দুর্নীতির ফলে কাঙ্ক্ষিত মানের অবকাঠামো উন্নয়ন না হওয়ার কারণেই বেসরকারি বিনিয়োগ বাড়েনি।

বাজেট কাঠামোর সংস্কার চায় সিপিডি

বৈশ্বিক পরিস্থিতি সামনে রেখে বাজেট প্রণয়নের সুপারিশ

নিজস্ব প্রতিবেদক

আসন্ন জাতীয় বাজেটকে সামনে রেখে বাজেট কাঠামোর সংস্কার, রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি, প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের মাধ্যমে বাজেট বাস্তবায়নের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও বৈশ্বিক পরিস্থিতিকে সামনে রেখে বাজেট প্রণয়নের সুপারিশ করেছে বেসরকারি গবেষণা সংস্থা 'সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ' (সিপিডি)। রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে গতকাল রোববার আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এসব সুপারিশমালা তুলে ধরে সিপিডি। সংস্থার রিসার্চ ফেলো তৌফিক ইসলাম খান অনুষ্ঠানে মূল সুপারিশমালা উপস্থাপন করেন।

মূল প্রস্তাবনা উপস্থাপন শেষে সিপিডির ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, বর্তমানে সরকারি হিসাব অনুযায়ী আমরা ৭ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছি। এই উচ্চতর প্রবৃদ্ধি যাতে ধরে রাখা যায় ও টেকসই হয়— এ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই এবারের বাজেট প্রস্তাবনা করা হয়েছে। বাজেট প্রস্তাবনায় ৫টি বিষয়ের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এগুলো হচ্ছে— সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো কী হবে; রাজস্ব

▷ পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬ এ

বৈশ্বিক পরিস্থিতি

আদায় বাড়াতে কী কী পদক্ষেপের সুযোগ আছে; সরকারি ব্যয়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও কী কী প্রাধিকার দিতে হবে; প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার ও বৈশ্বিক পরিস্থিতিকে সামনে রেখে কী কী রক্ষা কবচ রাখা দরকার ইত্যাদি।

বাজেট কাঠামোর সংস্কারের ওপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, বাজেটের প্রাক্কলন ও বাস্তবায়নের মধ্যে পার্থক্য ক্রমবশ্যে বেড়ে চলেছে। সব থেকে বড় পার্থক্য সৃষ্টি হচ্ছে অর্থায়নের ক্ষেত্রে। দ্বিতীয়ত; বৈদেশিক সাহায্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে। আর অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে বড় পার্থক্য সৃষ্টি হচ্ছে— রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) ক্ষেত্রে। চলতি ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এই পার্থক্য বিগত কয়েক বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে চলে গেছে। এতে বাজেটের বিশ্বাসযোগ্যতা হারাচ্ছে। এ কারণে আগামী বাজেটে ওপনগত মানের বিষয়টির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছি আমরা। উদাহরণ হিসেবে তিনি বলেন, প্রতিবছর বাজেটের আর্থিক আকার বাড়ছে সাড়ে ১৬ শতাংশের মতো, অন্যদিকে বাজেট বাস্তবায়নের আকার বাড়ছে ১৪ শতাংশ। বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে আগের বছরের প্রাক্কলিত বাজেটের পরিবর্তে সংশোধিত বাজেটকে ভিত্তি ধরে নতুন বাজেট প্রণয়ন করা দরকার। সব থেকে ভালো হয়, যদি বাজেট বাস্তবায়নের আকারের ওপর ভিত্তি করে বাজেটের আর্থিক আকার নির্ধারণ করা যায়।

দেবপ্রিয় বলেন, তবে বাংলাদেশের বাজেটের যে আকার এটা জিডিপির ১৭ শতাংশ, এটা মোটেও উচ্চাভিলাষী বাজেট নয়। এটা বাড়িয়ে ২২-২৩ শতাংশ করা গেলে ভালো। বাজেট কাঠামো সংস্কারে স্থানীয় সরকার বাজেট, ঘোষণা তথা বাজেটে স্থানীয় সরকার খাতে বরাদ্দের বিষয়টি পৃথকভাবে উল্লেখ করার প্রস্তাব করেন তিনি। এ ছাড়া সামাজিক সুরক্ষা খাত, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতেও যথাযথ বরাদ্দ দেওয়া প্রয়োজন। দেবপ্রিয় বলেন, এ বছর আমাদের জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার সর্বোচ্চ হলেও ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগ নেমে গেছে অনেক নিচে। কর্মস্থানের পরিমাণও কম। এডিপি বাস্তবায়নের হার গত কয়েক বছরের মধ্যে সবচেয়ে কম এবং রাজস্ব প্রবৃদ্ধির হার গত ১৪ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন।

তিনি বলেন, বর্তমানে জিডিপিতে সেবা খাতের অবদানই সবচেয়ে বেশি। চলতি বছর জিডিপির প্রবৃদ্ধিতে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি বড় ধরনের প্রভাব ফেলেছে। জিডিপির রাড়তি যে প্রবৃদ্ধি হয়েছে তার ৮০ শতাংশই রাষ্ট্রীয় খাত থেকে এসেছে। তবে প্রবৃদ্ধি বাড়তে হলে জিডিপিতে শিল্প খাতের অবদান বাড়তে হবে এবং কর্মসংস্থান বাড়বে এমন খাতকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। রাজস্ব আদায় বাড়ানোর ওপর গুরুত্বারোপ করে

দেবপ্রিয় বলেন, আয়করের আওতায় পড়ে এমন সম্ভাব্য ৫০ শতাংশ লোক এখনো আয়কর দেয় না। আয়কর বাড়ানোর চেয়ে নতুন আয়করদাতার সংখ্যা বাড়ানো দরকার।

সার্বিকভাবে আগামী বাজেট দরিদ্র ও দুস্থবান্ধব, উৎপাদনমুখী, করবান্ধব ও সংস্কারমুখী ও বিজ্ঞানসম্মত হবে এমন প্রত্যাশা ব্যক্ত করে দেবপ্রিয় বলেন, সরকারের নীতি বাস্তবায়নে সংস্কারের মাধ্যমে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং আয়-ব্যয়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা আনা দরকার। এ ছাড়া প্রতিরক্ষা বাজেট নিয়েও আলোচনা করা দরকার।

কর্মসংস্থানমুখী বাজেটে গরিবের স্বার্থ সুরক্ষা চায় সিপিডি

অর্থনৈতিক রিপোর্টার : বেনরকরি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) বিশেষ ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেছেন, আগামী বাজেট হওয়া উচিত দরিদ্র ও দুঃস্থবান্ধব, উৎপাদন ও কর্মসংস্থানমুখী, বৈশ্বিক পরিস্থিতি সচেতন ও সংস্কারমুখী।

গতকাল রোববার রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে আগামী অর্থবছরের বাজেট সম্পর্কে এক সংবাদ সম্মেলনে সিপিডির এসব প্রস্তাব তুলে ধরেন গবেষণা সংস্থাটির বিশেষ ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। লিখিত সুপারিশ উপস্থাপন করেন অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক তৌফিকুল ইসলাম খান। স্বাগত বক্তব্য দেন নির্বাহী পরিচালক মোস্তাফিজুর রহমান।

অর্থাৎ, বাজেটে গরিবের স্বার্থ সুরক্ষিত থাকতে হবে। উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বাড়ানোর ব্যবস্থা রাখতে হবে। পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক বিভিন্ন সংস্কারের ব্যবস্থাও রাখতে হবে আগামী বাজেটে। এ ছাড়া বিশ্ব অর্থনীতির কোনো অভিঘাত যাতে হঠাৎ করে বাংলাদেশের অর্থনীতির ওপর আঘাত হানতে না পারে, সে বিষয়ে সচেতন থাকার কথা বলেছে সিপিডি।

এতে সিপিডির লিখিত সুপারিশগুলো তুলে ধরেন অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক তৌফিকুল ইসলাম খান। স্বাগত বক্তব্য দেন সিপিডির নির্বাহী পরিচালক মোস্তাফিজুর রহমান। এ ছাড়া বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম। এ সময় সিপিডির গবেষণা দলের অন্য সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন।

সিপিডি তথ্য মতে, বাজেটের আকার বাড়ানোর চেয়ে বাজেট কাঠামোর গুণগতমান বৃদ্ধির দিকে বেশি নজর দিতে হবে। চলতি অর্থবছরে প্রায় ৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জনের যে দাবি সরকারের পক্ষ থেকে করা হচ্ছে, সেটিকে টেকসই রূপ দিতে হবে। বাজেট বাস্তবায়ন ও প্রাক্কলনের মধ্যে ঘাটতি বা তারতম্য ক্রমেই বাড়ছে। এটি হচ্ছে মূলত প্রাক্কলিত অর্জনের ভিত্তিতে পরবর্তী প্রাক্কলন করার ফলে। তাই সিপিডি মনে করছে, বাজেটের প্রাক্কলনের ভিত্তি হওয়া উচিত বাস্তবায়নের সক্ষমতা ও বাস্তবতার নিরিখে।

সিপিডি মনে করে, বর্তমান বাজেট কাঠামোতে সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে বড় ধরনের এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

কর্মসংস্থানমুখী বাজেটে গরিবের

প্রথম পৃষ্ঠার পর : সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। যার ফলে দেখা যাচ্ছে, একদিকে মানুষের আয় বাড়ছে আবার মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) সর্বোচ্চ পর্যায়ে রয়েছে, অথচ আয়কর আদায় প্রবৃদ্ধি হচ্ছে বিগত কয়েক বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। সাধারণ নিয়মে আয় বাড়লে তার সঙ্গে সংগতি রেখে আয়কর আদায়ও বৃদ্ধি পাওয়ার কথা। কিন্তু সেখানে বড় ধরনের বৈপরীত্য দেখা যাচ্ছে।

অনুষ্ঠানে বলা হয়, দেশ থেকে অর্থ বাইরে চলে যাচ্ছে। সেটি রোধ করতে হলে আয় ও সম্পত্তি দুটোই আইনি কাঠামোর মধ্যে আনতে হবে। এ জন্য অর্থনীতির খাতে সমন্বয় বাড়ানোর তাগিদ দিয়েছে সংস্থাটি। একই সঙ্গে আর্থিক খাতের সংস্কারের জন্য একাধিক কমিশন গঠনের সুপারিশ করা হয়েছে।

অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনায় বাজেটের আকার আরো বাড়ানো দরকার: সিপিডি



কাগজ প্রতিবেদক : ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেটের আকারের চেয়ে কাঠামোগত ও গুণগতমান বৃদ্ধির প্রস্তাব করেছে বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)। গবেষণা সংস্থাটি বলছে, বাজেটের বাস্তবায়ন এবং যে প্রাক্কলন করা হয়, তার মধ্যে বড় ধরনের ঘাটতি তৈরি হয়েছে। আগামী অর্থবছরে বাজেটের সম্ভাব্য যে আকার বলা হচ্ছে, সেটিকে বড় করে দেখছে না সিপিডি। তাদের মতে, আমাদের সামগ্রিক অর্থনীতির যে আকার, তার তুলনায় বাজেটের আকার খুব বড় কিছু নয়।

সুতরাং আগামী অর্থবছরের বাজেটের জন্য অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত যে আভাস দিয়েছেন দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনায় তা

আরো বাড়ানো প্রয়োজন বলে মনে করছে (সিপিডি)। গতকাল রোববার রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে আগামী অর্থবছরের বাজেট সম্পর্কে এক সংবাদ সম্মেলনে সিপিডির এসব প্রস্তাব তুলে ধরেন গবেষণা সংস্থাটির বিশেষ ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। লিখিত সুপারিশ উপস্থাপন করেন অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক তৌফিকুল ইসলাম খান। স্বাগত বক্তব্য দেন নির্বাহী পরিচালক মোস্তাফিজুর রহমান। এর আগে, অর্থমন্ত্রী অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত আগামী অর্থবছরের বাজেটের আকার ৩ লাখ ৪০ হাজার কোটি টাকার হতে পারে বলে আভাস দিয়েছিলেন।

বড় বাজেটের পক্ষে উল্লেখ করে সিপিডির ফেলো ড. দেবপ্রিয় বলেন, টাকার অংকে নয়

বাজেট হতে হবে অর্থনীতির কাঠামোর ওপর নির্ভর করে। দেশে এখন অর্থনৈতিক বৃদ্ধি হচ্ছে। অর্থনৈতিক বৃদ্ধির তুলনায় আমাদের বাজেট ততটা বৃদ্ধি পাচ্ছে না। তিনি বলেন, বাজেট বড় হলে তা গুণগতমান সম্পন্ন হতে হবে। আগামী বাজেট হতে হবে অন্তর্ভুক্তিমূলক, দরিদ্র ও দুস্থবান্ধব, উৎপাদনমূলক, সংস্কারমূলক ও বৈশ্বিক অর্থনৈতিকবান্ধব।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, আমাদের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি বাড়ছে। বর্তমানে অর্থনৈতিক অবস্থা অনুযায়ী আমাদের বাজেটের আকার আরো বাড়ানো প্রয়োজন। তিনি বলেন, গত অর্থবছরের বাজেটের আকার ছিল জিডিপির ১৭ শতাংশ। জিডিপির বিপরীতে বাংলাদেশের বাজেট বিশ্বের অন্য দেশগুলোর তুলনায় অনেক ছোট। আমাদের মতো অর্থনৈতিক অবস্থার দেশের বাজেটের আকার জিডিপির ২০-২২ শতাংশ প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন।

তিনি আরো বলেন, বিশ্ব অর্থনীতি বর্তমানে কঠিন অবস্থার দিকে যাচ্ছে। বিশ্ব মন্দা যেন আমাদের অর্থনীতি ধাক্কা দিতে না পারে আগামী বাজেটে তার সুনির্দিষ্ট প্রস্ততি থাকতে হবে। দেশ থেকে অর্থ বাইরে চলে যাচ্ছে। সেটি রোধ করতে হলে আয় ও সম্পত্তি দুটোই আইনি কাঠামোর মধ্যে আনতে হবে। এ জন্য অর্থনীতির খাতে সমন্বয় বাড়ানোর তাগিদ দিয়েছে সংস্থাটি। একই সঙ্গে আর্থিক খাতের সংস্কারের জন্য একাধিক কমিশন গঠনের সুপারিশ করা হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে আরো উপস্থিত ছিলেন- সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ড. মুস্তাফিজুর রহমান, অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম, রিসার্জ ফেলো তৌফিকুল ইসলাম প্রমুখ।

বিশ্বাসযোগ্যতা হারাচ্ছে বাজেট : সিপিডি

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মানীয় ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেছেন, প্রতি বছর বাজেটে যে প্রাক্কলন করা হয় শেষ পর্যন্ত বাস্তবায়ন হয় তার চেয়ে অনেক কম। ধীরে ধীরে বাস্তবায়নের হার অনেক কমে যাচ্ছে। প্রাক্কলন ও বাস্তবায়নের মধ্যে ব্যবধান বাড়তে থাকায় বাজেটের বিশ্বাসযোগ্যতা পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ১

বিশ্বাসযোগ্যতা হারাচ্ছে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কমে যাচ্ছে। তাই বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে আগের বছরের প্রাক্কলিত বাজেটের পরিবর্তে সংশোধিত বাজেটকে ভিত্তি ধরে নতুন বাজেট প্রণয়ন করা দরকার।

গতকাল রবিবার রাজধানীর সিরডাপ সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট নিয়ে মিডিয়া ব্রিফিংয়ে এসব কথা বলেন ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। এসময় সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ড. মোস্তাফিজুর রহমান, অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেমসহ সিপিডির গবেষকরা উপস্থিত ছিলেন।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বাজেট বাস্তবায়নে দুর্বলতার বিষয়ে ইঙ্গিত করে বলেন, চলতি বাজেটে বৈদেশিক সহায়তা ব্যবহারের যে প্রাক্কলন করা হয়েছে তার খুব কম অংশই ব্যবহার হয়েছে। বাজেটে উচ্চ আয়, উচ্চ ব্যয় এবং উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনকে মূল লক্ষ্য রাখতে হবে। আমাদের সম্পদ আহরণে এখনও বড় সমস্যা হলো— করদাতার সংখ্যা খুবই কম। সম্ভাব্য করদাতাদের অন্তত ৫০ শতাংশই করের আওতায় নেই। আর আয়কর আদায়ের প্রবৃদ্ধি নেমে এসেছে গত ৭ বছরে সর্বনিম্নে। তিনি সামাজিক ব্যয় বাড়ানো, প্রাদেশিক বাজেট কাঠামো গঠন এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর আয়-ব্যয়ে স্বচ্ছতা আনার পরামর্শ দিয়েছেন।

তাছাড়া প্রবৃদ্ধিকে কর্মসংস্থানমুখী ও উৎপাদনশীল করার পরামর্শ দিয়ে ড. দেবপ্রিয় বলেন, সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে যে ভর্তুকি দেয়া হচ্ছে তা কীভাবে ব্যয় করা হচ্ছে বা এর যথার্থতা কতটুকু তা ভাবার সময় এসেছে। বিশেষ করে সরকারি ব্যাংকগুলো দুর্নীতির মাধ্যমে জনগণের টাকা খোয়ানোর পর তা করদাতাদের অর্থে ভর্তুকি দেয়া হবে, এটি মেনে নেয়া যায় না। এদিকে বৈদেশিক সহায়তা খাতের একটি বড় অংশ খরচ করে এনজিওগুলো। তাই তাদেরকে কীভাবে বাজেটীয় কাঠামোর মধ্যে আনা যায় সেটি ভাবা দরকার। বিশ্ব অর্থনীতির মন্দা পরিস্থিতির বিষয়টি উল্লেখ করে তিনি বলেন, আগামীতে বিশ্ব অর্থনীতি কিছুটা চাপের মধ্য দিয়ে যাবে। এ অবস্থায় বাংলাদেশের রপ্তানি এবং রেমিট্যান্স আয়ে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে।

সংবাদ সম্মেলনে বাজেট বিষয়ক নিবন্ধে সিপিডির অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক তৌফিকুল ইসলাম খান বলেন, আমাদের রাজস্ব আহরণ এখনও অনেক কম। বেসরকারি বিনিয়োগ কমায় কর্মসংস্থান সৃষ্টিও কাল্পনিক মাত্রায় নেই। চলতি অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে এডিপি বাস্তবায়ন হয়েছে মাত্র ৪১ শতাংশ। যা গত ছয় বছরে সর্বনিম্ন। এদিকে দেশের মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি কমেছে সাড়ে ৭ শতাংশ। এ ধরনের পরিস্থিতিতে কর্মসংস্থান ও বিনিয়োগমুখী বাজেট প্রণয়ন করা দরকার। নিবন্ধ উপস্থাপনকালে আর্থিক খাত ও পরিসংখ্যান বিভাগের সংস্কারের জন্য পৃথক কমিশন গঠনের প্রস্তাব দেন তিনি।

চলতি অর্থবছরে যে জিডিপি প্রবৃদ্ধি প্রাক্কলন করা হয়েছে সে প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের জবাবে ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, এ বছর যে প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে তাতে সরকারি বেতন বৃদ্ধি ও সরকারি ব্যয়ের ভূমিকাই বেশি। এ বছর আমাদের ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগ কমেছে। রাজস্ব আদায় কমেছে। অথচ জিডিপি প্রবৃদ্ধি বেড়েছে। আগামীতে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে হলে শিল্প ও উৎপাদনমুখী খাতের অবদান বাড়তে হবে।

রিজার্ভ চুরি প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের জবাবে ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, এ ঘটনায় অন্য দেশগুলো যত গুরুত্ব দিচ্ছে বাংলাদেশে ততটা গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে না। ফিলিপাইনে সিনেটে আলোচনা হচ্ছে। অথচ আমাদের কেবিনেট মিটিংয়েও বিষয়টি উঠেনি। আমাদের সংসদীয় কমিটিও এ নিয়ে কোনো পদক্ষেপ নেয়নি বা সভা করেনি। অথচ গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে রিজার্ভ চুরির বিষয়টি নিয়ে সংসদে আলোচনা হওয়া দরকার। পানামা পেপারস ফাঁস ঘটনার প্রেক্ষিতে তিনি বলেন, আমাদের জনগণের সম্পত্তি ও আয়কে আইনি কাঠামোর মধ্যে আনতে পদক্ষেপ নিতে হবে।

সিপিডি | মিত্রিকা প্রিন্টিং

জাতীয় বাজেট ২০১৬-১৭

সিপিডি'র সুপারিশমালা



সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)

বহির্বিভাগ ১৭ এডমিনিস্ট্রেশন স্ট্রীট, ঢাকা



রোববার রাজধানীর-সিরডাপ মিলনায়তনে জাতীয় বাজেট ২০১৭ উপলক্ষে সিপিডির সুপারিশমালা শীর্ষক অনুষ্ঠানে অতিথিরা

-যাযাদি

দারিদ্র্যবান্ধব-কর্মসংস্থানমুখী বাজেট চায় সিপিডি

যাযাদি রিপোর্ট

বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) বিশেষ ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেছেন, আগামী বাজেট হওয়া উচিত দরিদ্র ও দুস্থবান্ধব, উৎপাদন ও কর্মসংস্থানমুখী, বৈশ্বিক পরিস্থিতি সচেতন ও সংস্কারমুখী। আগামী বাজেটকে সামনে রেখে রোববার সকালে রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে নতুন অর্থবছরের (২০১৬-১৭) বাজেট কেমন হওয়া উচিত- সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য এসব কথা বলেন। অর্থাৎ বাজেটে গরিবের স্বার্থ সুরক্ষিত থাকতে হবে। উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বাড়ানোর ব্যবস্থা রাখতে হবে। পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক বিভিন্ন সংস্কারের ব্যবস্থাও রাখতে হবে আগামী বাজেটে। এ ছাড়া বিশ্ব অর্থনীতির কোনো অভিঘাত যাতে হঠাৎ করে বাংলাদেশের অর্থনীতির ওপর আঘাত হানতে না পারে, সে বিষয়ে সচেতন থাকার কথা বলেছে সিপিডি।

এতে সিপিডির লিখিত সুপারিশগুলো তুলে ধরেন অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক তৌফিকুল ইসলাম খান। স্বাগত বক্তব্য দেন সিপিডির নির্বাহী পরিচালক মোস্তাফিজুর রহমান। এ ছাড়া বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক-

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম। এ সময় সিপিডির গবেষণা দলের অন্য সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন।

সিপিডি বলছে, বাজেটের আকার বাড়ানোর চেয়ে বাজেট কাঠামোর গুণগত মান বাড়ানোর দিকে বেশি নজর দিতে হবে। চলতি অর্থবছরে প্রায় ৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জনের যে দাবি সরকারের পক্ষ থেকে করা হচ্ছে, সেটিকে টেকসই রূপ দিতে হবে। বাজেট বাস্তবায়ন ও প্রাক্কলনের মধ্যে ঘাটতি বা তারতম্য ক্রমেই বাড়ছে। এটি হচ্ছে মূলত প্রাক্কলিত অর্জনের ভিত্তিতে পরবর্তী প্রাক্কলন করার ফলে। তাই সিপিডি মনে করছে, বাজেটের প্রাক্কলনের ভিত্তি হওয়া উচিত বাস্তবায়নের সক্ষমতা ও বাস্তবতার নিরিখে।

সিপিডি মনে করে, বর্তমান বাজেট কাঠামোতে সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে বড় ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। যার ফলে দেখা যাচ্ছে, একদিকে মানুষের আয় বাড়ছে আবার মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) সর্বোচ্চ পর্যায়ে রয়েছে, অথচ আয়কর আদায় প্রবৃদ্ধি হচ্ছে বিগত কয়েক বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। সাধারণ নিয়মে আয় বাড়লে তার সঙ্গে সংগতি রেখে আয়কর আদায়ও বৃদ্ধি পাওয়ার কথা। কিন্তু সেখানে বড় ধরনের বৈপরীত্য দেখা যাচ্ছে।

আরও বড় আকারের বাজেট চায় সিপিডি

বাজেটের প্রাক্কলন ও বাস্তবায়নের মধ্যে ব্যবধান কমানোর তাগিদ

অর্থনৈতিক রিপোর্টার ॥ আসন্ন জাতীয় বাজেটকে সামনে রেখে বাজেট কাঠামোর সংস্কার, রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি, প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের মাধ্যমে বাজেট বাস্তবায়নের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও বৈশ্বিক পরিস্থিতিকে সামনে রেখে বাজেট প্রণয়নের সুপারিশ করেছে বেসরকারী গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)।

রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে রবিবার আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এসব সুপারিশ তুলে ধরে সিপিডি। সংস্থার রিসার্চ ফেলো তৌফিক ইসলাম খান অনুষ্ঠানে মূল প্রস্তাবনা তুলে ধরেন। মূল প্রস্তাবনা উপস্থাপন শেষে সিপিডির ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, বর্তমানে সরকারী হিসাব অনুযায়ী আমরা ৭ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছি। এই উচ্চতর প্রবৃদ্ধি যাতে ধরে রাখা যায় ও টেকসই হয়- এ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই এবারের বাজেট প্রস্তাবনা করা হয়েছে। বাজেট প্রস্তাবনায় ৫টি বিষয়ের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এগুলো হচ্ছে- সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো কী হবে; রাজস্ব আদায় বাড়াতে কী কী পদক্ষেপের সুযোগ আছে; সরকারী ব্যয়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও কী কী প্রাধিকার দিতে হবে; প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার ও বৈশ্বিক পরিস্থিতিকে সামনে রেখে কী কী রক্ষাকবচ রাখা দরকার ইত্যাদি।

বাজেট কাঠামোর সংস্কারের ওপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন; বাজেটের প্রাক্কলন ও বাস্তবায়নের মধ্যে পার্থক্য ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। সব থেকে বড় পার্থক্য সৃষ্টি হচ্ছে অর্থায়নের ক্ষেত্রে। দ্বিতীয়ত, বৈদেশিক সাহায্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে। আর অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে বড় পার্থক্য সৃষ্টি হচ্ছে- রাজস্ব আদায়ের এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর (এডিপি) ক্ষেত্রে। চলতি ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এই পার্থক্য বিগত কয়েক বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে চলে গেছে। এতে বাজেটের বিশ্বাসযোগ্যতা হারাচ্ছে। এ কারণে আগামী বাজেটে গুণগত মানের বিষয়টির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছি আমরা।

উদাহরণ হিসেবে তিনি বলেন, প্রতিবছর বাজেটের আর্থিক আকার বাড়ছে সাড়ে ১৬ শতাংশের মতো, অন্যদিকে বাজেট বাস্তবায়নের আকার বাড়ছে ১৪ শতাংশ। বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে আগের বছরের প্রাক্কলিত বাজেটের পরিবর্তে সংশোধিত বাজেটকে ভিত্তি ধরে নতুন বাজেট প্রণয়ন করা দরকার। সব থেকে ভাল হয় যদি বাজেট বাস্তবায়নের আকারের ওপর ভিত্তি করে বাজেটের আর্থিক আকার নির্ধারণ করা যায়।

দেবপ্রিয় বলেন, বাংলাদেশের বাজেটের যে আকার এটা জিডিপির ১৭ শতাংশ, এটা মোটেও উচ্চাভিলাষী বাজেট নয়। এটা বাড়িয়ে ২২-২৩ শতাংশ করা গেলে ভাল। উল্লেখ্য, ইতোমধ্যে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত ঘোষণা দিয়েছেন, আগামী অর্থবছরের বাজেট হবে তিন লাখ ৪০ হাজার কোটি টাকা।

বাজেট কাঠামো সংস্কারে স্থানীয় সরকার বাজেট ঘোষণা তথা বাজেটে স্থানীয় সরকার খাতে বরাদ্দের বিষয়টি পৃথকভাবে উল্লেখ করার প্রস্তাব করেন তিনি। এছাড়া সামাজিক সুরক্ষা খাত, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতেও যথাযথ বরাদ্দ দেয়া প্রয়োজন বলে মনে করেন।

দেবপ্রিয় বলেন, এ বছর আমাদের জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার সর্বোচ্চ হলেও ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগ নেমে গেছে অনেক নিচে। কর্মস্থানের পরিমাণও কম। এডিপি বাস্তবায়নের হার গত কয়েক বছরের মধ্যে সবচেয়ে কম এবং রাজস্ব প্রবৃদ্ধির হার গত ১৪ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন।

তিনি আরও বলেন, বর্তমানে জিডিপিতে সেবা খাতের অবদানই সবচেয়ে বেশি। চলতি বছর জিডিপির প্রবৃদ্ধিতে সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি বড় ধরনের প্রভাব ফেলেছে। জিডিপির বাড়তি যে প্রবৃদ্ধি হয়েছে তার ৮০ শতাংশই রাষ্ট্রীয় খাত থেকে এসেছে। তবে প্রবৃদ্ধি বাড়াতে হলে জিডিপিতে শিল্প খাতের অবদান বাড়াতে হবে এবং কর্মসংস্থান বাড়তে হবে। এমনি খাতকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

রাজস্ব আদায় বাড়ানোর ওপর গুরুত্বারোপ করে দেবপ্রিয় বলেন, আয়করের আওতায় পড়ে এমন সম্ভাব্য ৫০ শতাংশ লোক এখনও আয়কর দেয় না। আয়কর বাড়ানোর চেয়ে নতুন আয়কর দাতার সংখ্যা বাড়ানো দরকার।

দেবপ্রিয় বলেন, বাজেট বড় হলে তা গুণগত মান সম্পন্ন হতে হবে। আগামী বাজেট হতে হবে অভ্যুত্তমূলক, দরিদ্র ও দুস্থবান্ধব, উপপাদনমূলক, সংস্কারমূলক ও বৈশ্বিক অর্থনৈতিকবান্ধব। তিনি বলেন, বিশ্ব অর্থনীতি বর্তমানে কঠিন অবস্থার দিকে যাচ্ছে। বিশ্ব মন্দা যেন আমাদের অর্থনীতি ধাক্কা দিতে না পারে তার সুনির্দিষ্ট প্রস্তুতি থাকতে হবে আগামী বাজেটে।

সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ড. মুস্তাফিজুর রহমান, অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম প্রমুখ।



গতকাল রোববার সিরডাপ মিলনায়তনে জাতীয় বাজেট ২০১৭ উপলক্ষে সিপিডি'র সুপারিশমালা অনুষ্ঠানে অতিথিরা-জনতা

বাজেটের বিশ্বাসযোগ্যতা হারাচ্ছে : দেবপ্রিয়

বাজেট কাঠামোর সংস্কার ও স্থানীয় সরকার বাজেট চায় সিপিডি

স্টাফ রিপোর্টার

আসন্ন জাতীয় বাজেট সামনে রেখে বাজেট কাঠামোর সংস্কার, রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি, প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের মাধ্যমে বাজেট বাস্তবায়নের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও বৈশ্বিক পরিস্থিতিকে সামনে রেখে বাজেট প্রণয়নের সুপারিশ করেছে বেসরকারি গবেষণা সংস্থা 'সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ' (সিপিডি)।

রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে গতকাল রোববার আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এসব সুপারিশ তুলে ধরে সিপিডি। সংস্থার রিসার্চ ফেলো তৌফিক ইসলাম খান অনুষ্ঠানে মূল সুপারিশমালা উপস্থাপন করেন। সিপিডি'র প্রতিবেদনে ৯ দফা সুপারিশ করা হয়। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক ড. মোস্তাফিজুর

৫২ পৃষ্ঠায় ৪র্থ কলাম দেখুন

বাজেট কাঠামোর

রহমান, অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক ড. বন্দুকের গোলাম মোরাজ্জেন ও রিসার্চ ফেলো জৈকিঙ্ক ইসলাম প্রমুখ।

মূল প্রস্তাবনা উপস্থাপন শেষে সিপিডি'র ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, বর্তমানে সরকারি হিসাব অনুযায়ী আমরা ৭ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছি। এই উচ্চতর প্রবৃদ্ধি যাতে ধরে রাখা যায় ও টেকসই হয়-এ লক্ষ্য সামনে রেখেই এবারের বাজেট প্রস্তাবনা করা হয়েছে। বাজেট প্রস্তাবনার এটি বিষয়ের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এগুলো হচ্ছে- সাময়িক অর্থনৈতিক কাঠামো কী হবে; রাজস্ব আদায় বাড়াতে কী কী পদক্ষেপের সুযোগ আছে; সরকারি ব্যয়ের ক্ষেত্রে সচ্ছতা ও কী কী প্রাথমিক দিতে হবে; প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার ও বৈশ্বিক পরিস্থিতি সামনে রেখে কী কী রক্ষণকর্ম রাখা দরকার ইত্যাদি।

বাজেট কাঠামোর সংস্কারের ওপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, বাজেটের প্রাক্কলন ও বাস্তবায়নের মধ্যে পার্থক্য ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। সব থেকে বড় পার্থক্য সৃষ্টি হচ্ছে অর্থায়নের ক্ষেত্রে। দ্বিতীয়ত, বৈদেশিক সাহায্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে। আর অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে বড় পার্থক্য সৃষ্টি হচ্ছে- রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) ক্ষেত্রে। চলতি ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এই পার্থক্য বিপত কয়েক বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে চলে গেছে। এতে বাজেটের বিশ্বাসযোগ্যতা হারাচ্ছে। এ কারণে আগামী বাজেটে গুণগত মানের বিষয়টির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছি আমরা।

উদাহরণ হিসেবে তিনি বলেন, প্রতিবছর বাজেটের আর্থিক আকার বাড়ছে সাড়ে ১৬ শতাংশের মতো, অন্যদিকে বাজেট বাস্তবায়নের আকার বাড়ছে ১৪ শতাংশ। বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে আগের বছরের প্রাক্কলিত বাজেটের পরিবর্তে সংশোধিত বাজেটকে ভিত্তি ধরে নতুন বাজেট প্রণয়ন করা দরকার। সব থেকে ভালো হয়, যদি বাজেট বাস্তবায়নের আকারের ওপর ভিত্তি করে বাজেটের আর্থিক আকার নির্ধারণ করা যায়। দেবপ্রিয় বলেন, তবে বাংলাদেশের বাজেটের যে আকার এটা জিডিপি'র ১৭ শতাংশ, এটা মোটেও উচ্চভিত্তি বাজেট নয়। এটা বাড়িয়ে ২২-২৩ শতাংশ করা গেলে ভালো। বাজেট কাঠামো সংস্কারে স্থানীয় সরকার বাজেট ঘোষণা তথা বাজেটে স্থানীয় সরকার খাতে বরাদ্দের বিষয়টি পৃথকভাবে উল্লেখ করার প্রস্তাব করেন তিনি। এ ছাড়া সামাজিক সুরক্ষা খাত, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতেও যথাযথ বরাদ্দ দেয়া প্রয়োজন।

দেবপ্রিয় বলেন, এ বছর আমাদের জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার সর্বোচ্চ হলেও ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগ নেমে গেছে অনেক নিচে। কর্মসংস্থানের পরিমাণও কম। এডিপি বাস্তবায়নের হার গত কয়েক বছরের মধ্যে সবচেয়ে কম এবং রাজস্ব প্রবৃদ্ধির হার গত ১৪ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন।

কর্মসংস্থান ত্রাসের বিষয়ে সিপিডি'র প্রতিবেদনে বলা হয়, গত দুই বছরে (২০১৩-২০১৫) মাত্র ৬ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। অর্থাৎ এর আগে ২০০৩ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর প্রায় ১৪ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছিল।

তিনি বলেন, বর্তমানে জিডিপিতে সেবা খাতের অবদানই সবচেয়ে বেশি। চলতি বছর জিডিপি'র প্রবৃদ্ধিতে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি বড় ধরনের প্রত্যাশা ফেলেছে। জিডিপি'র বাড়তি যে প্রবৃদ্ধি হয়েছে তার ৮০ শতাংশই রাষ্ট্রীয় খাত থেকে এসেছে। তবে প্রবৃদ্ধি বাড়াতে হলে জিডিপিতে শিল্প খাতের অবদান বাড়াতে হবে এবং কর্মসংস্থান বাড়ে এমন খাতকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। রাজস্ব আদায় বাড়ানোর ওপর গুরুত্বারোপ করে দেবপ্রিয় বলেন, আয়করের আওতায়

পড়ে এমন সম্ভাব্য ৫০ শতাংশ লোক এখনো আয়কর দেয় না। আয়কর বাড়ানোর চেয়ে নতুন আয়করদাতার সংখ্যা বাড়ানো দরকার। সর্বির্কভাবে 'আগামী বাজেট দরিদ্র ও দুই কান্দব, উৎপাদনমুখী, করবান্দব, সংস্কারমুখী ও বিজ্ঞানসম্মত হবে' এমন প্রত্যাশা ব্যক্ত করে দেবপ্রিয় বলেন, 'সরকারের নীতি বাস্তবায়নে সংস্কারের মাধ্যমে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং আয়-ব্যয়ের ক্ষেত্রে সচ্ছতা আনা দরকার। এ ছাড়া প্রতিরক্ষা বাজেট এবং এনজিওদের বৈদেশিক সহায়তা ব্যয়ের বিষয়টিও আলোচনা করা দরকার।'

পরিসংখ্যান ব্যুরোর সক্ষমতা বাড়াতে কমিশন গঠন

সিপিডি'র প্রতিবেদনে 'বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো' (বিবিএস)-কে শক্তিশালী করা এবং এর সক্ষমতা বাড়াতে কমিশন গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে বলা হয়, বিবিএস-এর পরিসংখ্যান নিয়ে বিভিন্ন সময়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তর দেখা দেয়। এ প্রেক্ষিতে সংস্থার সক্ষমতা বাড়াতে বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি কমিশন গঠন করা প্রয়োজন।

জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি হারের সরকারি হিসাব সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে বলা হয়, ছয় মাসের হিসাব নিয়ে সরকার যে প্রাক্কলন করে পরবর্তীতে বিবিএস-এর চূড়ান্ত হিসেবের সঙ্গে এর পার্থক্য দূর করা যায়।

রাজস্ব ঘাটতি হবে ৩৮ হাজার কোটি টাকা

অপ্রদর্শিত অর্থকে বিনিয়োগে সুযোগ দেয়া উচিত

অর্থ পাচারে 'রাজনৈতিক অর্থনীতি' জড়িত



সিপিডি আয়োজিত মিডিয়া ব্রিফিংয়ে বক্তব্য রাখছেন ড. দেবপ্রিয় যুগান্তর

সিপিডির পর্যালোচনা

আয়কর আদায়ে প্রবৃদ্ধি ১৪ বছরে সর্বনিম্ন

যুগান্তর রিপোর্ট

চলতি অর্থবছরে রাজস্ব খাতে আয়কর আদায়ে প্রবৃদ্ধি গত ১৪ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। আর বছর শেষে মূল লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে রাজস্ব আদায়ে ৩৮ হাজার কোটি টাকা ঘাটতি থাকবে বলে দাবি করেছে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)। সংস্থাটির মতে, আগের বছরের চেয়ে চলতি অর্থবছরে দেশে বিনিয়োগ কমেছে। এছাড়া কর আদায়ের প্রবৃদ্ধিও কমেছে। এরপরও ৭ দশমিক ০৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্থনীতির সঙ্গে বিপরীত আচরণ। রোববার রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সিপিডি আয়োজিত দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক পর্যালোচনায় আরও বলা হয় পানামা পেপারস কেলেংকারিসহ যা মোকাবেলার শক্তি-সামর্থ্য দেশের প্রশাসনের নেই। এছাড়াও কেলেংকারিতে যাদের নাম এসেছে, এদের বিচার করার মনোভাব এবং মনোবল সরকারের আছে কিনা সন্দেহ। এতে সং ব্যবসায়ী ও নিয়মিত

করদাতাদের প্রতি অবিচার করা হচ্ছে।

আসন্ন বাজেটে অপ্রদর্শিত অর্থকে বিনিয়োগে আনার কৌশল খোজার পরামর্শ দিয়ে সংস্থার ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, 'দেশে বেনামি সম্পত্তি ও অপ্রদর্শিত আয় বিনিয়োগের মূলধারায় নিয়ে আসতে হবে। এটার জন্য সুযোগ দেয়া উচিত। না এলে শান্তির ব্যবস্থা নেয়া উচিত।' তিনি বলেন, সরকারি প্রতিষ্ঠানের জরিপে দেখা গেছে, দেশে কর দেয়ার মতো যোগ্য লোকের অর্ধেকেরও কম লোকে কর দেয়। বাকিরা কর দিচ্ছে না। এদের কীভাবে করের আওতায় আনা যায়, তা সরকারকে ভাবতে হবে। যারা কর ফাঁকি দিচ্ছেন, তাদের আইনের আওতায় আনার পাশাপাশি নতুন কর বেস্টনীর মাধ্যমে ক্রমাঘরে সবাইকে এর আওতায় আনার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি। এনজিওগুলোর কাজের 'মনিটরিং' হওয়া উচিত মন্তব্য করে দেবপ্রিয় বলেন, বৈদেশিক সহায়তা হিসেবে তারা যে তহবিল পায় তার অন্তত ২৫ ভাগ সরকারের

পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ১

আয়কর আদায়ে প্রবৃদ্ধি ১৪ বছরে সর্বনিম্ন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

তত্ত্বাবধানে ব্যয় করতে হবে। বাজেট বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বাজেটের উল্লেখযোগ্য একটি ব্যয় রাখা হয় সামরিক খাতে। অর্থনীতিতে এর গুরুত্বও বেড়েছে। বর্তমানে জাতিসংঘের শান্তি রক্ষা বাহিনীতে বাংলাদেশের একটি অংশ কাজ করছে। সমুদ্রে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নৌবাহিনী ব্যাপক সহায়তা করছে। কিন্তু সামরিক খাতে বরাদ্দ দেয়া অর্থ কীভাবে ব্যয় হয় কোথাও বিস্তারিত উল্লেখ করা হয় না। ফলে সামরিক অর্থনীতির ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করতে হবে।

সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ড. মোস্তাফিজুর রহমানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম এবং তৌফিকুল ইসলাম খান। এ সময় আগামী অর্থবছরের বাজেটে বাস্তবায়নের জন্য বেশ কিছু সুপারিশ করেছে সংস্থাটি। এর মধ্যে রয়েছে ফিন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং অ্যান্ড বাস্তবায়ন, বিভিন্ন প্রকল্পে অ-রৈয়তি ঋণের তথ্য প্রকাশ, সামরিক অর্থনীতিতে আরও স্বচ্ছতা নিয়ে আসা, আর্থিক খাতের স্বাধীন গঠন কমিশন গঠন এবং তথ্য পর্যালোচনায় একটি জাতীয় কমিটি গঠনের দাবি জানিয়েছে সংস্থাটি।

ড. দেবপ্রিয় বলেন, ৬টি কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে সিডিপির এই পর্যালোচনা। এগুলো সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো, আয়ের ক্ষেত্রে কী নতুনত্ব, ব্যয়ের গুণগত মান, প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার এবং বৈশ্বিক পরিস্থিতি। তিনি বলেন, দেশের অর্থনৈতিক বিবেচনায় বাজেটের আকার মোটেই বড় নয়। কিন্তু সমস্যা হল অর্থায়ন ও বাস্তবায়ন। অর্থায়নের ক্ষেত্রে বড় উৎস হল জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। প্রতিষ্ঠানটির আয়ের তিনটি খাত আয়কর, ভ্যাট এবং কাষ্টমস শুদ্ধ। কিন্তু চলতি বছরে আয়কর খাতে যে প্রবৃদ্ধি হয়েছে, তা গত ১৪ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। আর বছর শেষে রাজস্ব আদায়ে ৩৮ হাজার কোটি টাকা ঘাটতি থাকবে। তিনি আরও বলেন, সিপিডি এর আগে জানুয়ারিতে রাজস্ব আদায়ে ৪০ হাজার কোটি টাকা ঘাটতির কথা বলেছিল। কিন্তু জ্বালানি তেলে ভুক্তি কমে আসায় এই ঘাটতির পরিমাণ কিছুটা কমেছে। তিনি বলেন, টাকার অঙ্কে সরকারি খাতে বিনিয়োগ বাড়ছে না। অর্থনীতির স্বাভাবিক নিয়মে সরকারি বিনিয়োগ বাড়লে বেসরকারি খাতেও বিনিয়োগের তোরণ তৈরি হয়। কিন্তু দেশে বেসরকারি বিনিয়োগ গত বছরের চেয়ে কমেছে। এর অর্থ হল সরকারি খাতে যে বিনিয়োগ দেখানো হচ্ছে, এখানে হয় অপচয়, না হয় দুর্নীতির মাধ্যমে বাড়তি দেখানো হচ্ছে। দেবপ্রিয় আরও বলেন, প্রতিবছরই আগের বছরের মূল বাজেটের সঙ্গে তুলনা করে নতুন বাজেট তৈরি করা হয়। এটি বাস্তব এবং বিজ্ঞানসম্মত হয় না। কারণ আগের বাজেটের অনেক কিছুই

বাস্তবায়ন হয় না। ফলে আর্থিক পদক্ষেপের বিশ্বাসযোগ্যতা, গ্রহণযোগ্যতা এবং ধারাবাহিকতা থাকে না। এ কারণে সংশ্লিষ্ট বাজেটের সঙ্গে তুলনা করে বাজেটের আকার নির্ধারণ করা উচিত।

ড. দেবপ্রিয়র মতে, সরকার বলছে দেশে মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি বেড়েছে। বছর শেষে তা ৭ দশমিক ০৫ শতাংশে দাঁড়াবে। প্রথম হল দেশে বিনিয়োগ কমেছে, আয়কর বাড়ল কম। কিন্তু প্রবৃদ্ধি বেড়েছে। অর্থনীতির স্বাভাবিক নীতির সঙ্গে এটি বিপরীত আচরণ। অনেক সময় এর বিশ্বাসযোগ্যতা থাকে না। আর প্রবৃদ্ধি বাড়লেও তার বড় অংশই সরকারি চাকরিজীবীদের বেতনের ওপর নির্ভর করে। ফলে ভবিষ্যতে এর ধারাবাহিকতা থাকবে না।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য আরও বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে পানামা পেপারসে আর্থিক কেলেংকারি নিয়ে কথা আসছে। কিন্তু পানামা পেপারস প্রকাশের বহু আগে থেকে আমরা অর্থ পাচারের ব্যাপারে কথা বলেছি। এক্ষেত্রে সিপিডির বক্তব্য হল মানুষের আয় ও সম্পদকে আইনি কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসতে হবে। বেনামি সম্পদকে ঘোষণার মাধ্যমে অর্থনীতির মূলস্রোতে নিয়ে আসা জরুরি।

দেবপ্রিয় বলেন, এই কেলেংকারির সঙ্গে রাজনৈতিক অর্থনীতির সম্পৃক্ততা রয়েছে। কিন্তু এই রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন মোকাবেলার সামর্থ্য প্রশাসনের নেই। এজন্য রাজনৈতিক নেতৃত্বেরই অঙ্গীকার থাকতে হবে। তার মতে, পানামা পেপারসে বেশ কিছু মানুষের নাম এসেছে। হয়তো ভবিষ্যতে আরও নাম আসবে। কিন্তু তাদের মোকাবেলার ইচ্ছা এবং সামর্থ্য সরকারের আছে কিনা সন্দেহ। আর এই ধরনের মনোভাব না দেখাতে পারলে সং ব্যবসায়ী এবং যারা নিয়মিত কর দেয়, তাদের প্রতি অবিচার করা হবে। অন্যদিকে ৭০ শতাংশ অর্থ পাচার হয়, আন্ডার ইনভয়েসিং এবং ওভার ইনভয়েসিংয়ের মাধ্যমে। এ অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে হবে।

একটি বাক্যও আলোচনা হয়নি। এ নিয়ে সংসদীয় কমিটির কোনো বৈঠক হয়নি। অর্থাৎ সরকার বিষয়টি সংসদকে জানানোর প্রয়োজন মনে করেনি। এটি গ্রহণযোগ্য নয়।

তিনি বলেন, সরকারের বিভিন্ন খাতে বড় ধরনের সমন্বয়হীনতা রয়েছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নেতৃত্বও রয়েছে বিভ্রান্তি। সাম্প্রতিক সময়ে অর্থমন্ত্রীর বক্তব্যের পর বিষয়টি আরও পরিষ্কার হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকও তার কর্মকাণ্ড দিয়ে তা বুঝিয়ে দিয়েছে। কিন্তু সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে অধিকতর সমন্বয় ছাড়া আর্থিক কার্যক্রম বিজ্ঞানসম্মত হয় না। দেবপ্রিয় আরও বলেন, সামাজিক নিরাপত্তাসহ দেশের অর্থনীতির বড় একটি অংশ পরিচালিত হয় বেসরকারি এনজিওগুলোর মাধ্যমে। কিন্তু এগুলোর ব্যয় এবং সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের ব্যাপারেও কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। তাই এনজিওগুলোর আয়-ব্যয়ের ব্যাপারে স্বচ্ছতা থাকা জরুরি। এছাড়া বিভিন্ন প্রকল্পের অ-রৈয়তি ঋণের ব্যাপারে তথ্য প্রকাশের দাবি জানান তিনি। সিপিডির এই কর্মকর্তা বলেন, প্রতি বছর সামাজিক নিরাপত্তা খাতে যে কর্মসূচি নেয়া হয়, বাস্তবায়ন হয় তার চেয়ে কম। এতে দারিদ্র্য বিমোচন প্রক্রিয়ায় ব্যাহত হয়। ফলে সামাজিক খাতে গুরুত্ব বাড়তে হবে। স্থানীয় সরকারের জন্য পৃথক বাজেট তৈরি করতে হবে।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, বর্তমান বৈশ্বিক অর্থনীতির পরিস্থিতি খারাপের দিকে যাচ্ছে। বিশ্বব্যাপক এবড়ৎ আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল পূর্বাভাসগুলো পরিবর্তন করছে। ইউরোপ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো উন্নত দেশগুলো তাদের বিভিন্ন লক্ষ্যমাত্রা কমিয়ে আনছে। এই অবস্থা বৈশ্বিক অর্থনীতির মন্দা পরিস্থিতি বাংলাদেশের রেমিটেন্স এবং রফতানিতে কী ধরনের আঘাত করতে পারে, আর এই আঘাত মোকাবেলায় কী পদক্ষেপ নেয়া হবে-বাজেটে তা উল্লেখ থাকতে হবে।

তৌফিকুল ইসলাম খান বলেন, অর্থনীতিতে নতুন কিছু টেনশন তৈরি হয়েছে। পুরনো দুর্বলতা তো রয়েছেই। এ কারণে নতুন করে ভাবতে হবে। তিনি বলেন, গত বছরের চেয়ে ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগ কমেছে। সরকার যে প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির কথা বলছে তা জনপ্রশাসন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতের ওপর নির্ভর করে। অর্থাৎ দেশের কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধির কোনো প্রভাব পড়েনি। তার মতে, জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত এনবিআরের রাজস্ব আদায়ে প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪২ দশমিক ৩ শতাংশ। কিন্তু অর্জন হয়েছে ১৬ দশমিক ৩ শতাংশ। এর মধ্যে কর আদায়ে প্রবৃদ্ধি ৬ দশমিক ৮ শতাংশ, যা গত ১৪ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। এছাড়া এডিপি বাস্তবায়নে প্রবৃদ্ধি ৭ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। তিনি বলেন, সবচেয়ে আতঙ্কের হল দেশের আর্থিক খাত দিন দিন দুর্বল হচ্ছে। এ অবস্থায় আগামী বাজেটের আকার কমিয়ে বাস্তবসম্মত করার পরামর্শ দেন তিনি।

বাস্তবতার নিরিখে বাজেট প্রণয়নের পরামর্শ

নিজস্ব প্রতিবেদক >

বছরের শুরুতে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত বড় আকারের বাজেট তৈরি করলেও বছর শেষে দেখা যায় স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তবতার মিল থাকে না। বাজেটে আয়-ব্যয়ের যে লক্ষ্য থাকে, জুন মাসে গিয়ে দেখা যায় সেই ব্যবধানটা যোজন যোজন দূরে। তাই অর্থমন্ত্রীকে বড় আকারের বাজেট প্রণয়নের চিন্তা থেকে বেরিয়ে এসে বাস্তবতার নিরিখে বাজেট তৈরির পরামর্শ দিয়েছে বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)। সংস্থাটি বলেছে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) এখন পর্যন্ত যে হারে কর আহরণ করেছে, তাতে বছর শেষে রাজস্ব ঘাটতি হবে ৩৮ হাজার কোটি টাকা।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) এ বছর মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি ৭.০৫ শতাংশ হবে বলে যে প্রাক্কলন করেছে, তার সঙ্গে সরাসরি জিমত পোষণ না করলেও সরকারি সংস্থাটির দেওয়া তথ্য নিয়ে কিছুটা অবাক ও বিস্মিত সিপিডি। একদিকে বলা হচ্ছে, জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৭ শতাংশ ছাড়িয়েছে, অন্যদিকে দেখা যাচ্ছে আয়কর প্রবৃদ্ধি গত ১৪ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। বেসরকারি বিনিয়োগও গত বছরের তুলনায় কমেছে। আয়কর প্রবৃদ্ধি ও বেসরকারি বিনিয়োগের প্রবৃদ্ধি নিম্নমুখী হওয়ার পরও কিভাবে দেশজ উৎপাদন ৭ শতাংশ ছাড়িয়েছে, তা নিয়ে প্রশ্ন রেখেছে সংস্থাটি। একই সঙ্গে গত এক থেকে দেড় বছর বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) তাদের পূঞ্জীভূত দেনা মিটিয়ে কী পরিমাণ টাকা মুনাফা করেছে, তা জনসমক্ষে প্রকাশের দাবি জানিয়েছে সিপিডি।

গতকাল রবিবার রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে আগামী ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেটে নিজেদের সুপারিশমালা তুলে ধরতে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সিপিডি। গত কয়েক বছর ধরে বাজেটকে উচ্চাভিলাষী, ঐকজালিক, পরাবাস্তবসহ আরো নানা বিশেষণে বিশেষায়িত করলেও গতকালের সংবাদ সম্মেলনে আগের অবস্থান থেকে সরে আসার ইঙ্গিত মিলল সংস্থাটির সম্মানীয় ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যের বক্তব্যে। ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, 'বাংলাদেশে অর্থনীতির যে আকার, তার সঙ্গে তুলনা করলে বাজেটের আকার ঠিকই আছে। বাজেটকে আমরা কখনো উচ্চাভিলাষী বলি না। কিন্তু মূল সমস্যা হলো বাস্তবায়ন অক্ষমতা। এ কারণে বছর শেষে বাজেট বাস্তবায়ন হয় না।'

সংবাদ সম্মেলনে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সংস্থাটির অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক তৌফিকুল ইসলাম খান। এ সময় সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন সংস্থাটির নির্বাহী পরিচালক ড. মোস্তাফিজুর রহমান, অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম।



গতকাল সংবাদ সম্মেলনে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেট নিয়ে সুপারিশমালা তুলে ধরে সিপিডি। ছবি: কালের কণ্ঠ

সংবাদ সম্মেলনে একটি অস্থায়ী স্বাধীন ও স্বতন্ত্র পরিসংখ্যান কমিশন গঠন এবং আর্থিক সংস্কার কমিশন গঠনের প্রস্তাব দেওয়া হয়। একই সঙ্গে সামরিক বাজেট, এনজিওদের বাজেট এবং কঠিন শর্তে নেওয়া ঋণে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতের পরামর্শ দিয়েছে সংস্থাটি। সাধারণত জিডিপির প্রবৃদ্ধি বাড়লে আয়কর প্রবৃদ্ধিও বাড়ে। একই সঙ্গে বেসরকারি বিনিয়োগও। কিন্তু এ বছর প্রবৃদ্ধি বাড়লেও আয়কর ও বেসরকারি বিনিয়োগ কমেছে। বিষয়টিকে বৈপরীত্য

সিপিডির সম্মানীয় ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, বাজেটের আকার দুই লাখ ৯৫ হাজার কোটি টাকা, রাজস্ব আহরণ সোয়া দুই লাখ কোটি টাকা, এডিপি এক লাখ কোটি টাকা ঘোষণা করা হলো এ বছর। কিন্তু বছরের শুরুতে প্রাক্কলনের সঙ্গে বাস্তবায়নের ব্যবধান বড় ধরনের। সবচেয়ে বড় ব্যবধান হলো বৈদেশিক ঋণ খরচ করতে না পারা। এ ছাড়া কর আদায়ের হারও বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক কম। এভাবে বছরের পর বছর বড় আকারের বাজেট

উল্লেখ করে খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, 'বলা হচ্ছে এ বছর সরকারি বিনিয়োগ বেড়েছে। সরকারি বিনিয়োগ বাড়লে তো বেসরকারি বিনিয়োগকে ত্বরান্বিত করে। কিন্তু সেটি হয়নি। না হওয়ার কারণ বলা যেতে পারে সরকারি খাতে যেসব বড় বড় প্রকল্প নেওয়া হয়েছে, সেগুলো এখনো শেষ হয়নি। বিলম্বিত হচ্ছে। তা ছাড়া শেষ প্রকল্পে বাড়তি ব্যয় ধরা হচ্ছে। ফলে সরকারি খাতে বিনিয়োগ বাড়লেও অপর্যাপ্ত ও দুর্নীতির কারণে সেখান থেকে সুফল পাওয়া যাচ্ছে না।' সংবাদ সম্মেলনে আগামী বাজেটে আকারের চেয়ে কঠোরমোগত ও গুণগত মান পরিবর্তন আনার তাগিদ দিয়েছেন

গোষণা করে বাস্তবতার সঙ্গে মিল না থাকলে একসময় সেই বাজেট সবার কাছে বিশ্বাসযোগ্যতা হারাবে বলেও মন্তব্য করেন দেবপ্রিয়। ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য আরো বলেন, দেশের সম্ভাব্য আয়করদাতার মধ্যে এখনো ৫০ শতাংশ আয়কর দেয় না। তাদের আয়করের বেস্টনীতে আনা জরুরি। একই সঙ্গে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে সরকারের বরাদ্দ বাড়ানো জরুরি।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, আগামী দিনগুলোতে দেশের অর্থনীতির সঙ্গে সামরিক বাহিনী আরো বেশি করে সম্পৃক্ত হবে। তাই তাদের বাজেটেও স্বচ্ছতা আনা জরুরি। এ ছাড়া বেসরকারি এনজিও যারা বিদেশ থেকে অনুদান আনে, তাদের টাকায় জবাবদিহি আনতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান তিনি। তৌফিকুল ইসলাম খান বলেন, আগামী বাজেট কেমন হওয়া উচিত তা জানতে ফেসবুক ও ই-মেইলে প্রায় দেড় লাখ মানুষের মতামত নেওয়া হয়। এর মধ্যে কেউ কেউ বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়া, সামষ্টিক অর্থনীতির কৌশল নিয়ে কথা বলেছে। আবার অনেকে খারতভিত্তিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের কথাও বলেছে তবে যে মতামতগুলো উঠে এসেছে এর মধ্যে বেশির ভাগই বৈধ বলে মনে হয়। এছাড়া বেশির ভাগই বৈধম্য কমাতে, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দারিদ্র বিমোচনে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে।



- বাজেট ব্যয় জনসমক্ষে প্রকাশের দাবি
- একটি অস্থায়ী স্বাধীন পরিসংখ্যান কমিশন এবং আর্থিক সংস্কার কমিশন গঠনের প্রস্তাব
- বছর শেষে রাজস্ব ঘাটতি হবে ৩৮ হাজার কোটি টাকা

কালো টাকা বিনিয়োগে আনার পক্ষে সিপিডি

স্টাফ রিপোর্টার, ঢাকা অফিস : আসন্ন বাজেটে অপ্রদর্শিত অর্থকে বিনিয়োগে আনার কৌশল খোঁজার পরামর্শ দিয়েছে বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)। পাশাপাশি এনজিওগুলোর কাজের পর্যবেক্ষণ এবং তাদের হাতে আসা বিদেশি তহবিলের এক চতুর্থাংশ সরকারের তত্ত্বাবধানে ব্যয় করার সুপারিশ করেছে সংস্থাটি। গতকাল রোববার ঢাকায় সিপিডির প্রাক বাজেট আলোচনায় এসব সুপারিশ তুলে ধরেন সংস্থার ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, দেশে বেনামি সম্পত্তি ও অপ্রদর্শিত আয় বিনিয়োগের মূল ধারায় নিয়ে আসতে হবে। এটার জন্য সুযোগ দেওয়া উচিত। না আসলে শাস্তির ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। ১৯৮৪ সালের আয়কর অধ্যাদেশ অনুযায়ী, মোট করের ওপর ১০ শতাংশ অতিরিক্ত জরিমানা দিলে যে কোনো সময় অপ্রদর্শিত অর্থ বৈধ বা সাদা করার সুযোগ রয়েছে। দেবপ্রিয় বলেন, সরকারি প্রতিষ্ঠানের জরিপে দেখা গেছে, দেশে কর দেওয়ার মতো যোগ্য লোকের অর্ধেকেরও কম লোকে কর দেয়। বাকিরা কর দিচ্ছে না। এদের কীভাবে করের আওতায় আনা যায়, তা সরকারকে ভাবতে হবে। যারা কর ফাঁকি দিচ্ছেন, তাদের আইনের আওতায় আনার পাশাপাশি নতুন কর বেটনীর মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে সবাইকে এর আওতায় আনার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি। এনজিওগুলোর কাজের 'মনিটরিং' হওয়া উচিত মন্তব্য করে দেবপ্রিয় বলেন বৈদেশিক সহায়তা হিসেবে তারা যে তহবিল পায় তার অন্তত ২৫ ভাগ সরকারের তত্ত্বাবধানে ব্যয় করতে হবে। রিজার্ভ চুরির টাকা ফিলিপিন্সে যাওয়ায় সেখানে সিনেট কমিটির তদন্ত হলেও বাংলাদেশে তেমন কোনো উদ্যোগ কেন নেওয়া হয়নি- সেই প্রশ্ন তুলেছেন সিপিডি ফেলো দেবপ্রিয়। প্রাক বাজেট আলোচনায় তিনি বলেন, ফিলিপিন্সের পার্লামেন্টে সিনেট বৈঠক করল, আমার সংসদীয় স্ট্যান্ডিং কমিটি কোথায়? তারা একটি মিটিং ডাকলো না কেন? বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিচালন ব্যবস্থায় কোথাও 'অসঙ্গতি' আছে কিনা-, তা 'খতিয়ে দেখার সময় এসেছে' বলেও বলে মন্তব্য করেন তিনি। তিনি বলেন, আমাদের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রবন্ধি বাড়ছে। বর্তমানের অর্থনৈতিক অবস্থা অনুযায়ী আমাদের বাজেটের আকার আরও বাড়ানো প্রয়োজন। চলতি অর্থবছরের বাজেটের আকার জিডিপির ১৭ শতাংশ, যাকে তুলনামূলকভাবে 'অনেক ছোট' বলে মনে করছে সিপিডি। রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে এ প্রাক বাজেট আলোচনায় সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ড. মোস্তাফিজুর রহমান, অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম ও রিসার্চ ফেলো তৌফিকুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

৭ ভাগ প্রবৃদ্ধি অর্জন হবে না : সিপিডি

৭ ভাগ প্রবৃদ্ধি অর্জন

● বিশেষ সংবাদদাতা

চলতি অর্থবছরে সাত দশমিক শূন্য পাঁচ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি হবে— সরকারি এ দাবির সাথে দ্বিমত পোষণ করেছে সেন্টার ফর পলিসি (সিপিডি)। বেসরকারি এই গবেষণা সংস্থা তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে বলেছে, বছর শেষে এই প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হবে না, প্রবৃদ্ধি হার কম হবে। এর কারণ হিসেবে সংস্থাটি বেসরকারি বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান, আয়কর প্রবৃদ্ধি ও এডিপি বাস্তবায়ন কমে যাওয়াকে চিহ্নিত করেছে। ১৪ বছরের মধ্যে এবার প্রথম আয়কর খাতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে সবচেয়ে কম। এর ফলে চলতি অর্থবছরে রাজস্ব ঘাটতির পরিমাণ ৩৮ হাজার কোটি টাকায় পৌঁছবে।



- ▶ বেসরকারি বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান, রাজস্ব আদায় কমে গেছে
- ▶ ২০১৩-১৫ প্রতি বছর কর্মসংস্থান হয়েছে ৩ লাখ মানুষের
- ▶ রাজস্ব আদায়ের ঘাটতি হবে ৩৮ হাজার কোটি টাকা
- ▶ রিজার্ভ থেকে চুরি অর্থনীতির জন্য অশনি সঙ্কেত

বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ থেকে অর্থ চুরিকে দেশের আর্থিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে অশনি সঙ্কেত হিসেবে উল্লেখ করে, এ বিষয় নিয়ে বাংলাদেশের মন্ত্রিসভায় বা সংসদে আলোচনা না করার কড়া সমালোচনা করেছে সংস্থাটি। বলা হয়েছে, এত বড় একটি ঘটনা ঘটল কিন্তু কেবিনেটে তা আলোচনা হয়েছে কি না তা আমাদের জানা নেই।

জাতীয় বাজেট ২০১৬-১৭ সিপিডির সুপারিশমালা নিয়ে আয়োজিত এক মিডিয়া ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানানো হয়েছে। গতকাল রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে এই ব্রিফিংয়ের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন প্রতিষ্ঠানটির অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক তৌফিকুল ইসলাম খান। অনুষ্ঠানে ■ ২য় পৃ: ৫-এর কলামে

১ম পৃষ্ঠার পর

অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্যে রাখেন সিপিডির সম্মানিত ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান ও অতিরিক্ত পরিচালক খন্দকার গোলাম মোস্তাফিজ।

জিডিপি প্রবৃদ্ধি নিয়ে শঙ্কা : পরিকল্পনা কমিশন দাবি করেছে, চলতি ২০১৫-১৬ অর্থবছরে দেশে মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি হবে সাত দশমিক শূন্য — পাঁচশতাংশ। কিন্তু সিপিডি এ দাবিকে নাচক করে দিয়ে বলেছে, বছর শেষে এ প্রবৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব হবে না। এ বিষয়ে তৌফিকুল ইসলাম খান বলেন, জিডিপি প্রবৃদ্ধির যে প্রাক্কলন করা হয়েছে তা সামগ্রিক অর্থনীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কারণ দেশে বেসরকারি বিনিয়োগ হ্রাস পেয়েছে। আর এর একটি প্রভাব পড়েছে কর্মসংস্থানের ওপর। ২০০৩ থেকে ২০১৩ সালের মধ্যে দেশে যেখানে প্রতি বছর ১৩ দশমিক আট লাখ মানুষের কর্মসংস্থান হতো, সেখানে ২০১৩ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে কর্মসংস্থান হয়েছে বছরে মাত্র তিন লাখ মানুষের। সিপিডির পক্ষ থেকে বলা হয়, জিডিপি'র যে প্রাক্কলন সরকার করেছে তা মূলত সরকারি চাকরিজীবীদের বেতন বৃদ্ধির হিসাবকে প্রাধান্য দিয়েই করা হয়েছে। বছর শেষে দেখা যাবে এ প্রবৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব নয়।

আর্থিক খাতের সঠিক স্বাস্থ্য কেউ জানে না : ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, এ মুহূর্তে আর্থিক খাতের সঠিক স্বাস্থ্য কী আমরা কেউ বলতে পারি না। সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর আয়-ব্যয়ের বিষয়ে সঠিক কোনো তথ্য আমরা জানতে পারি না।

পানামা পেপারস সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জবাবে দেবপ্রিয় বলেন, 'দেশ থেকে অর্থ পাচারের বিষয়টি আমরা অনেক আগে থেকেই বলে আসছি। আন্ডার ইনভয়েস্ট, ওভার ইনভয়েস্ট ছাড়াও বিদেশে বিনিয়োগের নামে অর্থ পাচার হচ্ছে কি না— তা খতিয়ে দেখা দরকার।

তিনি বলেন, পাচার প্রতিরোধে অবৈধ সম্পদ ও আয়কে আইনি কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসতে হবে এবং এগুলোকে মূল অর্থনীতির সাথে যুক্ত করতে হবে।

তিনি বলেন, আমাদের অর্থনীতিতে 'রাজনৈতিক অর্থনীতি' বলে একটি বিষয় আছে, এটি নিয়ন্ত্রণ করার মতো সদিচ্ছা ও মনোবল সরকারের আছে কি না সেটাও চেষ্টা দেখতে হবে।

রিজার্ভ চুরি নিয়ে আলোচনা না হওয়ায় বিস্ময় : বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভের অর্থ চুরি অর্থনীতিতে কোনো নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে কি না— এ প্রশ্নে ড. দেবপ্রিয় বলেন, 'রিজার্ভ থেকে যে পরিমাণ অর্থ গেছে তার চেয়ে অনেক বেশি অর্থ হাতিয়ে নিয়ে গেছে হেলকার ও বিসমিল্লাহ গ্রুপ। এখানে অর্থ চুরির চেয়েও বড় বিষয় হচ্ছে গুণগত বিষয়টি। তবে এ ঘটনাটি নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে।'

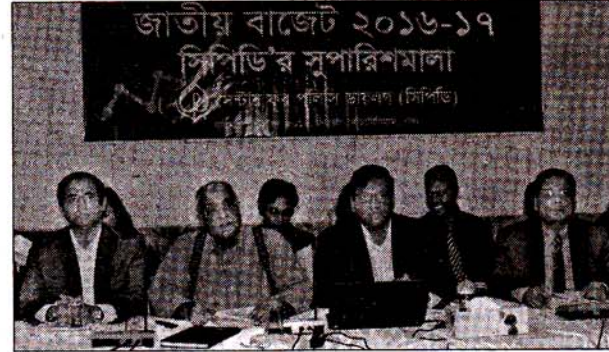
'ঘটনাটি আমরা প্রথম বিদেশী গণমাধ্যম থেকে জেনেছি এবং ঘটনাটি বিভিন্ন দেশে আলোচনা হয়েছে' উল্লেখ করে ড. দেবপ্রিয় বলেন, 'এ ঘটনার পর অর্থ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ ব্যাংকের আচরণে আমাদের আর্থিক খাতের সমস্বয়হীনতা ও সিদ্ধান্তহীনতা প্রকাশ পেয়েছে।

তিনি আরো বলেন, এ ঘটনাটি এজেন্ডা হিসেবে আমাদের মন্ত্রিসভা ও অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে আলোচনা হয়েছে কি না— আমি জানি না। তবে অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির উচিত বিষয়টি নিয়ে উন্মুক্ত শুনানির আয়োজন করা। 'এত কিছু হচ্ছে, কিন্তু আমাদের দেশে গণতন্ত্র বিরাজ করা সত্ত্বেও তা কেবিনেটে এজেন্ডা হিসেবে কোনো দিন আলোচিত হয়েছে কি না— আমি জানি না। অর্থমন্ত্রী এটি প্রধানমন্ত্রীর রক্ষণাবে অবহিত করেছেন কি না— আমি জানি না।'

রাজস্ব ঘাটতি হবে ৩৮ হাজার কোটি টাকা : চলতি অর্থবছরে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে দুই লাখ আট হাজার ৪৪৪ কোটি টাকা। কিন্তু এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব নয় জেনে সরকার এই লক্ষ্যমাত্রা থেকে কাটছাট করেছে ২৬ হাজার কোটি টাকা। কিন্তু সিপিডি বলেছে, বছর শেষে রাজস্ব আদায়ের ঘাটতি দাঁড়াবে ৩৮ হাজার কোটি টাকা। বাজেটে এনবিআর অংশে রাজস্ব আদায়ের প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে ৪২ দশমিক ২ শতাংশ। কিন্তু অর্থবছরে

ছয় মাসে (জুলাই-ডিসেম্বর) এ প্রবৃদ্ধি হয়েছে মাত্র ১৬ দশমিক ৩ শতাংশ। এ সময়ে আয়কর খাতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে মাত্র ৬ দশমিক ৮ শতাংশ, যা গত ১৪ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন।

বাজেট কাঠামোর সংস্কারের ওপর গুরুত্বারোপ করে ড. দেবপ্রিয় বলেন, 'বাজেটের প্রাক্কলন ও বাস্তবায়নের মধ্যে পার্থক্য ক্রমেই বেড়ে চলেছে। সব থেকে বড় পার্থক্য সৃষ্টি হচ্ছে অর্থায়নের ক্ষেত্রে। দ্বিতীয়ত, বৈদেশিক সাহায্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে। আর অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে বড় পার্থক্য সৃষ্টি হচ্ছে— রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) ক্ষেত্রে। চলতি ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এ পার্থক্য বিগত কয়েক বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে চলে গেছে। এতে বাজেটের বিশ্বাসযোগ্যতা হারাচ্ছে। এ কারণে আগামী বাজেটে গুণগত মানের বিষয়টি



আসন্ন জাতীয় বাজেটের সুপারিশমালা পেশ উপলক্ষে সিপিডি গতকাল সিরডাপ মিলনায়তনে মিডিয়া ব্রিফিং করে ■ নয়া দিগন্ত

ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছি আমরা।'

তিনি বলেন, প্রতি বছর বাজেটের আর্থিক আকার বাড়ছে সাড়ে ১৬ শতাংশের মতো, অন্য দিকে বাজেট বাস্তবায়নের আকার বাড়ছে ১৪ শতাংশ। বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে আগের বছরের প্রাক্কলিত বাজেটের পরিবর্তে সংশোধিত বাজেটকে ভিত্তি ধরে নতুন বাজেট প্রণয়ন করা দরকার। সব থেকে ভালো হয়, যদি বাজেট বাস্তবায়নের আকারের ওপর ভিত্তি করে বাজেটের আর্থিক আকার নির্ধারণ করা যায়।

তিনি বলেন, 'তবে বাংলাদেশের বাজেটের যে আকার এটি জিডিপি'র ১৭ শতাংশ, এটি মোটেও উচ্চভিত্তি বাজেট নয়। এটি বাড়িয়ে ২২-২৩ শতাংশ করা গেলে ভালো।'

ড. দেবপ্রিয় বলেন, 'এ বছর আমাদের জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার সর্বোচ্চ হলেও ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগ নেমে গেছে অনেক নিচে। কর্মসংস্থানের পরিমাণও কম। এডিপি বাস্তবায়নের হার কয়েক বছরের মধ্যে সবচেয়ে কম এবং রাজস্ব প্রবৃদ্ধির হার গত ১৪ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন।'

তিনি বলেন, 'বর্তমানে জিডিপিতে সেবা খাতের অবদান সবচেয়ে বেশি। চলতি বছর জিডিপি'র প্রবৃদ্ধিতে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি বড় ধরনের প্রভাব ফেলেছে। জিডিপি'র বাড়তি যে প্রবৃদ্ধি হয়েছে তার ৮০ শতাংশই রাষ্ট্রীয় খাত থেকে এসেছে। তবে প্রবৃদ্ধি বাড়তে হলে জিডিপিতে শিল্প খাতের অবদান বাড়তে হবে এবং কর্মসংস্থান বাড়ি এমন খাতকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

আসন্ন বাজেট : সিপিডির সুপারিশ

বাজেট প্রাক্কলনের ভিত্তি হওয়া উচিত বাস্তবায়নের সক্ষমতা

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

পূর্ববর্তী বাজেটের প্রাক্কলনের ওপর ভিত্তি না ধরে সংশোধিত বাজেটকে ভিত্তি ধরে আসন্ন ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেট প্রণয়নের পরামর্শ দিয়েছে বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)। সিপিডি মনে করছে, বাজেটের প্রাক্কলনের ভিত্তি হওয়া উচিত বাস্তবায়নের সক্ষমতা ও বাস্তবতার নিরিখে। পাশাপাশি বাজেট কাঠামোর গুণগত মানের পরিবর্তন, রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি, স্থানীয় সরকার বাজেট, প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের মাধ্যমে বাজেট বাস্তবায়নের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও বৈশ্বিক পরিস্থিতিকে সামনে রেখে বাজেট প্রণয়নের সুপারিশ করেছে গবেষণা সংস্থাটি।

গতকাল রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব সুপারিশ তুলে ধরে সিপিডি। সিপিডির নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে সম্মেলনে সিপিডির সম্মানিত ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক ড. খোন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম, গবেষণা পরিচালক ড. ফাহিমদা খাতুন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে মূল সুপারিশমালা উপস্থাপন করেন সংস্থার রিসার্চ ফেলো তৌফিক ইসলাম খান। এ সময় সিপিডির গবেষণা দলের অন্য সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন।

সিপিডির বাজেট প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে, বাজেটে গরিবের স্বার্থ সুরক্ষিত থাকতে হবে। উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বাড়ানোর ব্যবস্থা রাখতে হবে। পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক বিভিন্ন সংস্কারের ব্যবস্থাও রাখতে হবে আগামী বাজেটে। এছাড়া বিশ্ব অর্থনীতির কোন অভিঘাত যাতে হঠাৎ করে বাংলাদেশের অর্থনীতির ওপর আঘাত হানতে না পারে, সে



গরিবের স্বার্থ সুরক্ষিত থাকতে হবে

উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বাড়ানোর প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের ব্যবস্থাও রাখতে হবে

বিষয়ে সচেতন থাকার পরামর্শ দিয়েছে। বাজেটের আকার বাড়ানোর চেয়ে বাজেট কাঠামোর গুণগত মান বাড়ানোর দিকে বেশি নজর দিতে হবে। চলতি অর্থবছরে প্রায় ৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জনের যে দাবি সরকারের পক্ষ থেকে করা হচ্ছে, সেটিকে টেকসই রূপ দিতে হবে। এই উচ্চতর প্রবৃদ্ধি যাতে ধরে রাখা যায় ও টেকসই হয় -এ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই এবারের বাজেট প্রস্তাবনা করা হয়েছে। এজন্য বাজেট প্রস্তাবনায় ৫টি বিষয়ের ওপর

বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এগুলো হচ্ছে : সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো কী হবে; রাজস্ব আদায় বাড়াতে কী কী পদক্ষেপের সুযোগ আছে; সরকারি ব্যয়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও কী কী প্রাধিকার দিতে হবে; আর্থিক খাতের প্রকৃত অবস্থা কি তা জানতে একটি সাময়িক কমিশন গঠন করা, প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার ও বৈশ্বিক পরিস্থিতিকে সামনে রেখে কী কী রক্ষাকবচ রাখা দরকার ইত্যাদি।

সিপিডি মনে করে, বর্তমান বাজেট কাঠামোতে সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে বড় ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। যার ফলে দেখা যাচ্ছে, একদিকে মানুষের আয় বাড়ছে আবার মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) সর্বোচ্চ পর্যায়ে রয়েছে, অথচ আয়কর আদায় প্রবৃদ্ধি হচ্ছে বিগত কয়েক বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। সাধারণ নিয়মে আয় বাড়লে তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আয়কর আদায়ও বৃদ্ধি পাওয়ার কথা। কিন্তু সেখানে বড় ধরনের বৈপরীত্য দেখা যাচ্ছে। এছাড়া এই মুহূর্তে আর্থিক খাতের সঠিক স্বাস্থ্য কী আমরা কেউ বলতে পারি না। সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর আয়-ব্যয়ের বিষয়ে সঠিক কোন তথ্য আমরা জানতে পারি না। এজন্য দেশের আর্থিক খাতের স্বচ্ছতার স্বার্থে আর্থিক খাতে কমিশন গঠনের পাশাপাশি 'ফিন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং বাজেট : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ২

বাজেট : প্রাক্কলনের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

অ্যাক্ট'-ও দ্রুত বাস্তবায়নের দাবি জানিয়েছে সংস্থাটি। সিপিডির ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, বাজেটের প্রাক্কলন ও বাস্তবায়নের মধ্যে পার্থক্য ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। সব থেকে বড় পার্থক্য সৃষ্টি হচ্ছে অর্থায়নের ক্ষেত্রে। এরপর বৈদেশিক সাহায্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে। আর অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে বড় পার্থক্য সৃষ্টি হচ্ছে, রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) ক্ষেত্রে। চলতি ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এই পার্থক্য বিগত কয়েক বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে চলে গেছে। এতে বাজেটের বিশ্বাসযোগ্যতা হারাচ্ছে। এ কারণে আগামী বাজেটে গুণগত মানের বিষয়টির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে আমরা।

তিনি বলেন, প্রতিবছর বাজেটের আর্থিক আকার বাড়ছে সাড়ে ১৬ শতাংশের মতো, অন্যদিকে বাজেট বাস্তবায়নের আকার বাড়ছে ১৪ শতাংশ। বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে আগের বছরের প্রাক্কলিত বাজেটের পরিবর্তে সংশোধিত বাজেটকে ভিত্তি ধরে নতুন বাজেট প্রণয়ন করা দরকার। সব থেকে ভালো হয়, যদি বাজেট বাস্তবায়নের আকারের ওপর ভিত্তি করে বাজেটের আর্থিক আকার নির্ধারণ করা হয়। তবে বাংলাদেশের বাজেটের যে আকার এটা জিডিপির ১৭ শতাংশ, এটা মোটেও উচ্চাভিলাষী বাজেট নয়। এটা বাড়িয়ে ২২-২৩ শতাংশ করা গেলে ভালো। বাজেট কাঠামো সংস্কারে স্থানীয় সরকার বাজেট ঘোষণা তথা বাজেটে স্থানীয় সরকার খাতে বরাদ্দের বিষয়টি পৃথকভাবে উল্লেখ করার প্রস্তাব করেন তিনি। এছাড়া সামাজিক সুরক্ষা খাত, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতেও যথাযথ বরাদ্দ দেয়া প্রয়োজন।

দেবপ্রিয় বলেন, এবছর আমাদের জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার সর্বোচ্চ হলেও ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগ নেমে গেছে অনেক নিচে। কর্মস্থানের পরিমাণও কম। এডিপি বাস্তবায়নের হার গত কয়েক বছরের মধ্যে সবচেয়ে কম এবং রাজস্ব প্রবৃদ্ধির হার গত ১৪ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। বর্তমানে

জিডিপিতে সেবা খাতের অবদানই সবচেয়ে বেশি। চলতি বছর জিডিপির প্রবৃদ্ধিতে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি বড় ধরনের প্রভাব ফেলেছে। জিডিপির বাড়তি যে প্রবৃদ্ধি হয়েছে তার ৮০ শতাংশই রাষ্ট্রীয় খাত থেকে এসেছে। তবে প্রবৃদ্ধি বাড়তে হলে জিডিপিতে শিল্প খাতের অবদান বাড়তে হবে এবং কর্মসংস্থান বাড়ি এমন খাতকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। বাজেট প্রণয়নে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার দাবি জানানো হয় সংবাদ সম্মেলনে।

রাজস্ব আদায় বাড়ানোর ওপর গুরুত্বারোপ করে দেবপ্রিয় বলেন, আয়করের আওতায় পড়ে এমন সম্ভাব্য ৫০ শতাংশ লোক এখনও আয়কর দেয় না। যারা কর দেয়, তাদের উপর চাপ সৃষ্টি না করে আয়কর দাতা বাড়ানোর চেষ্টা করা উচিত; তাদের কর আইনের আওতায় আনতে হবে। পাশাপাশি দেশে বেনামি সম্পত্তি ও অপ্রদর্শিত আয় বিনিয়োগের মূল ধারায় নিয়ে আসতে হবে। এটার জন্য সুযোগ দেয়া উচিত। না আসলে শান্তির ব্যবস্থা নেয়া উচিত। এনজিওগুলোর কাজের 'মনিটরিং' হওয়া উচিত মন্তব্য করে দেবপ্রিয় বলেন, বৈদেশিক সহায়তা হিসেবে তারা যে তহবিল পায় তার অন্তত ২৫ ভাগ সরকারের তত্ত্বাবধানে ব্যয় করতে হবে।

তিনি বলেন, বিশ্ব অর্থনীতি বর্তমানে কঠিন অবস্থার দিকে যাচ্ছে। বিশ্ব মন্দা যেন আমাদের অর্থনীতি ধাক্কা দিতে না পারে তার সুনির্দিষ্ট প্রস্তুতি থাকতে হবে আগামী বাজেটে। বাজেট বড় হলে তা গুণগত মান সম্পন্ন হতে হবে। সার্বিকভাবে আগামী বাজেট দরিদ্র ও দুস্থ বান্ধব, অন্তর্ভুক্তিমূলক, উৎপাদনমুখী, করবান্ধব ও সংস্কারমুখী, বৈশ্বিক অর্থনৈতিকবান্ধব ও বিজ্ঞানসম্মত হবে এমন প্রত্যাশা ব্যক্ত করে দেবপ্রিয় বলেন, সরকারের নীতি বাস্তবায়নে সংস্কারের মাধ্যমে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং আয়-ব্যয়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা আনা দরকার। এছাড়া প্রতিরক্ষা বাজেট নিয়েও আলোচনা করা দরকার।

রিজার্ভ চুরি বিষয়ে উন্মুক্ত শুনানি হতে পারে -দেবপ্রিয় বাজেটে কালো টাকা সাদা করার সুযোগ রাখার পরামর্শ সিপিডি'র

স্টাফ রিপোর্টার : আসন্ন বাজেটে অপ্রদর্শিত অর্থকে (কালো টাকা) বিনিয়োগে আনার কৌশল খোঁজার পরামর্শ দিয়েছে বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)। বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরির বিষয়ে উন্মুক্ত শুনানি এবং অর্থিক খাতের স্বচ্ছতা আনতে কমিশন গঠনের দাবি জানিয়েছে সংস্থাটি। গতকাল রোববার রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে সিপিডির প্রাক বাজেট আলোচনায় এসব সুপারিশ তুলে ধরেন সংস্থার ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। এসময় উপস্থিত ছিলেন, সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ড. মোস্তাফিজুর রহমান, অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম ও রিসার্চ ফেলো তৌফিকুল ইসলাম প্রমুখ। দেবপ্রিয় বলেন, দেশে বোনামি সম্পত্তি ও অপ্রদর্শিত আয় বিনিয়োগের মূল ধারায় নিয়ে আসতে হবে। এটার জন্য সুযোগ দেয়া উচিত। না আসলে শান্তির ব্যবস্থা নেয়া উচিত। ১৯৮৪ সালের আয়কর অধ্যাদেশ অনুযায়ী, মোট করের ওপর ১০ শতাংশ অতিরিক্ত জরিমানা দিলে যে কোনো সময় অপ্রদর্শিত অর্থ বৈধ বা সাদা করার সুযোগ রয়েছে। সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে ২০০৭ ও ২০০৮ সালে ৯ হাজার ৬৮৩ কোটি টাকার অপ্রদর্শিত ও অবৈধ আয় বৈধ করা হয়েছে। অর্থাৎ, ওই অর্থের হিসাব দেশের অর্থনীতির মূল ধারায় যুক্ত হয়েছে। এরপর আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকারের সময়ে ২০০৯ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত পাঁচ বছরে সাদা হয়েছে মাত্র ২ হাজার ৯৮ কোটি টাকা। (৭-এর পৃষ্ঠার ৪ কলাম)

সুযোগ রাখার পরামর্শ সিপিডির

(১ম পৃষ্ঠা ৭-এর কঃ পর)

আর সর্বশেষ ২০১৪-১৫ অর্থবছরে প্রায় ৬৭৬ কোটি টাকার অপ্রদর্শিত টাকা বৈধ হয়েছে বলে এনবিআরের তথ্য। অথচ প্রতি বছরই সরকার বাজেটে কালো টাকা সাদা করার সুযোগ রাখছেন। তাহলে কি কারণে টাকা সাদা করছে না কালো টাকার মালিকরা তা বুঝা যাচ্ছে না। তবে আবাসন খাতের সংগঠন রিহাব প্রতি বছর বাজেটে বিনা প্রশ্নে কালো টাকা বিনিয়োগের সুযোগ চেয়ে বলেছে, এর মাধ্যমে অর্থ পাচার ঠেকানো এবং বিনিয়োগ বাড়ানো সম্ভব। দেবপ্রিয় বলেন, সরকারি প্রতিষ্ঠানের জরিপে দেখা গেছে, দেশে কর দেয়ার মতো যোগ্য লোকের অর্ধেকেরও কম লোকে কর দেয়। বাকিরা কর দিচ্ছে না। এদের কীভাবে করের আওতায় আনা যায়, তা সরকারকে ভাবতে হবে। যারা কর ফাঁকি দিচ্ছেন, তাদের আইনের আওতায় আনার পাশাপাশি নতুন কর বেস্টনীর মাধ্যমে ক্রমাগত সর্বাধিক এর আওতায় আনার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি।

এনজিওগুলোর কাজের 'মনিটরিং' হওয়া উচিত মন্তব্য করে দেবপ্রিয় বলেন, বৈদেশিক সহায়তা হিসেবে তারা যে তহবিল পায় তার অন্তত ২৫ ভাগ সরকারের তত্ত্বাবধানে ব্যয় করতে হবে। অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত এর আগে আভাস দিয়েছিলেন, আসন্ন ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেটের আকার ৪ লাখ ৪০ হাজার কোটি টাকার মতো হতে পারে। আর সিপিডি বলেছে, এবার বাজেট ৩ লাখ ৪০ হাজার কোটি টাকার বেশি হওয়া দরকার।

আমাদের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি বাড়ছে। বর্তমানের অর্থনৈতিক অবস্থা অনুযায়ী আমাদের বাজেটের আকার আরও বাড়ানো প্রয়োজন বরেন মনে করেন তিনি। চলতি অর্থবছরের বাজেটের আকার জিডিপির ১৭ শতাংশ, যাকে তুলনামূলকভাবে 'অনেক ছোট' বলে মনে করছে সিপিডি।

দেবপ্রিয় বলেন, আমাদের মতো অর্থনৈতিক অবস্থার দেশের বাজেটের

আকার জিডিপির ২০ থেকে ২৪ শতাংশ হওয়া প্রয়োজন। তবে আমাদের বৈদেশিক সহায়তার অর্থ ব্যয়ে যথেষ্ট দুর্বলতা রয়ে গেছে। এটা বাড়ানোর জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বাড়ানো উচিত।

সিপিডি বড় বাজেটের পক্ষে- এমন মন্তব্য করে তিনি বলেন, টাকার অংকে নয়, বাজেট হতে হবে অর্থনীতির কাঠামোর উপর নির্ভর করে। বাজেট বড় হলে তা গুণগত মান সম্পন্ন হতে হবে। আগামী বাজেট হতে হবে অন্তর্ভুক্তিমূলক, দরিদ্র ও দুঃস্থবান্ধব, উৎপাদনমূলক, সংস্কারমূলক ও বৈশ্বিক অর্থনীতি বান্ধব। তিনি বলেন, অর্থমন্ত্রী বলেছিলেন ব্যারিং কমিশন গঠনের পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু তিনি এই পরিকল্পনা থেকে সরে এলেও দেশের আর্থিক স্বাভাবিক স্বচ্ছতার স্বার্থে আর্থিক খাতে কমিশন গঠন করা দরকার। একই সঙ্গে 'ফিন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং' এক্ট ও দ্রুত বাস্তবায়নের দাবি জানান তিনি।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, এই মুহূর্তে আর্থিক খাতের সঠিক স্বাস্থ্য কী আমরা কেউ বলতে পারি না। সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর আয়-ব্যয়ের বিষয়ে সঠিক কোন তথ্য আমরা জানতে পারি না। এ কমিশন শুধু রিপোর্ট ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানই নয়, বেসরকারি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর অনিয়ম-দুর্বলতাও খতিয়ে দেখবে।

পানামা পেপারস সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জবাবে দেবপ্রিয় বলেন, দেশ থেকে অর্থ পাচারের বিষয়টি আমরা অনেক আগে থেকেই বলে আসছি। আন্ডার ইনভয়েস্ট, ওভার ইনভয়েস্ট ছাড়াও বিদেশে বিনিয়োগের নামে অর্থ পাচার হচ্ছে কি না -তা খতিয়ে দেখা দরকার।

তিনি বলেন, তবে পাচার প্রতিরোধে অবৈধ সম্পদ ও আয় এগুলোকে একটা আইনী কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসতে হবে এবং এগুলোকে মূল অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত করতে হবে।

প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন, আমাদের অর্থনীতিতে 'রাজনৈতিক অর্থনীতি' বলে একটা বিষয় আছে, এটি নিয়ন্ত্রণ করার

মত সদিচ্ছা ও মনোবল সরকারের আছে কি না সেটাও ভেবে দেখতে হবে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভের অর্থ চুরি অর্থনীতিতে কোন নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে কি না এ বিষয়ে তিনি বলেন, রিজার্ভ থেকে যে পরিমাণ অর্থ গেছে তার চেয়ে অনেক বেশি অর্থ হাতিয়ে নিয়ে গেছে হলমার্ক ও বিসমিল্লাহ গ্রুপ। টাকা অংকে এটি কোন বড় বেশি টাকা নয়। কিন্তু যে কায়দায় টাকা চুরি হয়েছে তাতে অর্থনীতিতে নতুন কুিকির সৃষ্টি করেছে।

তিনি বলেন, এই বিষয়টি আমরা প্রথম জেনেছি ফিলিপাইনের মিডিয়ার মাধ্যমে। ফিলিপাইনের সংসদে এ নিয়ে আলোচনাও হয়েছে। তাদের সংসদীয় কমিটিতে এ নিয়ে ব্যাপক আলোচনাও হয়েছে। কিন্তু এ নিয়ে আমাদের সংসদীয় কমিটিতে কোন আলোচনাও হয়নি। একইভাবে মন্ত্রী পরিষদেও এ নিয়ে কোন আলোচনা হয়নি। তবে অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির উচিত বিষয়টি নিয়ে উন্মুক্ত শুনানির আয়োজন করা।

দেবপ্রিয় বলেন, এ ঘটনার পর অর্থ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ ব্যাংকের আচরণে আমাদের আর্থিক খাতের সমস্বয়হীনতা ও সিদ্ধান্তহীনতা প্রকাশ পেয়েছে। জিডিপির প্রবৃদ্ধি প্রসঙ্গে ড. মোস্তাফিজ বলেন, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো(বিবিএস) জিডিপি নিয়ে যা বলেছে আমরা তা বিশ্বাস করতে চাই। তবে অতীতে বিবিএস জিডিপি নিয়ে যে প্রাক্কলন করেছে তার সাথে চূড়ান্ত রিপোর্টের কোন মিল নেই। তাই তারা চূড়ান্ত যে রিপোর্ট প্রকাশ করবে তা আমরা মেনে নেব।

ব্যাংক ঋণের সুদ হার আর আমানতের সুদ হারের যে ব্যবধান(স্প্রিড) রয়েছে তা এখনও অনেক বেশি। এটি কমাতে না পারলে বিনিয়োগ বাড়বে না।

দারিদ্র্যের সংখ্যা নিয়ে তিনি বলেন, দারিদ্র্যের সংখ্যা দেখতে হবে। যদি দারিদ্র্যের পরিমাণ ২ ডলারে করা হয় তাহলে দেশে দারিদ্র্যের সংখ্যা আরও বাড়বে। এ নিয়ে নানা মতভেদ রয়েছে।

বিদ্যুৎ ও গ্যাসের দাম না বাড়ানোর সুপারিশ



অর্থবছর
২০১৬-১৭

সঞ্চয়পত্রের
সুদহার কমানো
ঠিক হবে না

আর্থিক সংস্কার
কমিশন ও
জাতীয়
পরিসংখ্যান
পর্যালোচনা
কমিটি
গঠনের প্রস্তাব

■ বিশেষ প্রতিনিধি

বিদ্যুৎ ও গ্যাসের দাম না বাড়ানোর সুপারিশ করেছে বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সিপিডি। সংস্থাটি মনে করে, আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটের কারণে দেশীয় বাজারে বর্তমানে পণ্যমূল্য স্থিতিশীল আছে। এ অবস্থায় এই দুটি পণ্যের দাম বাড়ালে পাল্লা দিয়ে বাড়বে জিনিসপত্রের দাম। ফলে জনজীবনে দুর্ভোগ নেমে আসবে। অন্যদিকে সঞ্চয়পত্রে সুদহার না কমানোর প্রস্তাব করে সংস্থাটি বলেছে, বর্তমানে ব্যাংকে আমানতের সুদহার কমে গেছে। মূল্যস্ফীতির বিবেচনায় এটা এখন ঋণাত্মক। এ অবস্থায় সঞ্চয়পত্রে সুদ কমালে ক্ষুদ্র সঞ্চয়কারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন।

আগামী ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেট সামনে রেখে এসব প্রস্তাব দিয়েছে সংস্থাটি। গতকাল রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব সুপারিশ তুলে ধরা হয়। সংবাদ সম্মেলনে অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আদায় বাড়াতে করের হার নয়, বরং আওতা বাড়াতে বলেছে সংস্থাটি। সিপিডি মনে করে, এখনও 'সামর্থ্যবানদের' অন্তত ৫০ ভাগ করের আওতায় বাইরে। এদের প্রত্যেককে আওতায় আনতে পারলে রাজস্ব আদায় বাড়বে। কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে বিনিয়োগ বাড়ানোর পদক্ষেপ ও মানবসম্পদ উন্নয়নে আগামী বাজেটে শিক্ষায় বেশি বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। কালো টাকা নিরুৎসাহিত ও দুর্নীতি প্রতিরোধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। একই সঙ্গে আর্থিক খাতে তদারকি বাড়াতে পৃথক ফাইন্যান্সিয়াল রিফর্মস কমিশন ও পরিসংখ্যান ব্যুরোকে শক্তিশালী করতে আলাদা একটি স্ট্র্যাটেজিকস রিভিউ কমিটি গঠনের প্রস্তাব দিয়েছে সংস্থাটি।

সংবাদ সম্মেলনে চলতি অর্থবছরের অর্থনীতির হালনাগাদ প্রতিবেদন একই সঙ্গে আগামী বাজেটে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া যায়, সে সব বিষয়ে মতামত তুলে ধরা হয়। প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করেন সিপিডির সিনিয়র রিসার্চ ফেলো তৌফিকুল ইসলাম। এ সময় সিপিডির সম্মানীয় ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, নির্বাহী পরিচালক ড. মোস্তাফিজুর রহমান, অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। আর্থিক খাতে বড় ধরনের



সিপিডির
বাজেট প্রস্তাব

সংস্কারে জোর দিতে বলেছে সিপিডি। সম্মানীয় ফেলো ড. দেবপ্রিয় বলেন, রাজস্ব আয় কমে গেছে, বিদেশি সাহায্য ব্যবহারে দুর্বলতা আছে। এডিপি বাস্তবায়নেও সমস্যা আছে। লক্ষ্যগুলো অবাস্তব হওয়ার কারণে এ সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। যে কারণে বাজেটের প্রত্যাশিত সুফল কাজে লাগছে না উল্লেখ করে তিনি বলেন, বাজেটের গুণগতমানের ওপর বেশি নজর দিতে হবে। এ জন্য সংস্কারে পদক্ষেপ নিতে হবে আগামী বাজেটে। সিপিডি বলেছে, আদায়যোগ্য করের ৪৩ ভাগ আহরণ করা যাচ্ছে না। এ জন্য করদাতার সংখ্যা ও ইনফরমাল খাতকে করের আওতায় আনতে হবে। অগ্রিম আয়কর আদায়ে নজরদারি বাড়তে হবে। নতুন ভ্যাট আইন বাস্তবায়নে প্রস্তুতি নেই বলেও মনে করে সিপিডি। বাজেটে এ বিষয়ে

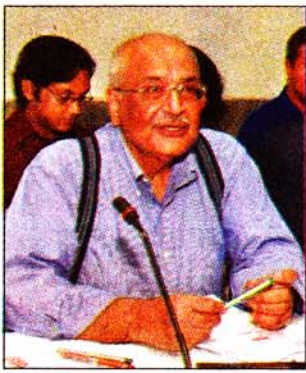
দিকনির্দেশনা থাকতে হবে। বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (এডিআর) ব্যবস্থা ভালো ফল আনেনি। এ বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে। একই সঙ্গে সরকারি খরচে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। বিপিসিসহ সরকারি সংস্থাগুলোর আয়-ব্যয়ে আরও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে।

ড. দেবপ্রিয় বলেন, মোট এডিপির ৫০ ভাগ প্রকল্পে যথাসময়ে ব্যয় হয় না। ফলে অযথাই খরচ বাড়ছে সরকারের। আবার বাস্তবায়নে চিত্র ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে দেখানো হয়। বিদেশি সাহায্যপুষ্টি প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নে কোনো সমস্যা নেই। এ বিষয়ে আগামী বাজেটে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেখতে চায় সিপিডি। সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় আরও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। স্থানীয় সরকার শক্তিশালী করতে এ খাতে আরও বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। এ বিষয়ে ড. দেবপ্রিয় বলেন, উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনে আরও সুযোগ আছে। এ জন্য চাই বাজেটের কাঠামোগত সংস্কার, রাজস্ব আয় বাড়ানো, ব্যয়ে স্বচ্ছতা আনা। তিনি আরও বলেন, উচ্চ আয়, উচ্চ ব্যয় ও উচ্চ প্রবৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন কাঠামোগত সংস্কার। আগামী বাজেটে এ বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে। কাঠামোগত সংস্কারের ফলে সরকারি আয়-ব্যয়ে স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে। এতে বাজেটের সুফল সবাই পাবেন।

উৎপাদন ও কর্মসংস্থানমুখী বড় বাজেট চায় সিপিডি

■ বিশেষ প্রতিনিধি

বাংলাদেশের অর্থনীতির তুলনায় বাজেটের আকার এখনও ছোট বলে মনে করে বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)। সেই বিবেচনায় দেশের উন্নয়নে আরও বড় বাজেট প্রণয়নের পরামর্শ



রোববার সিরডাপ মিলনায়তনে সিপিডি আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য ■ সমকাল

দিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। তবে সম্পদের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করে বাস্তবতার আলোকে বাজেট প্রণয়ন করতে হবে। পাশাপাশি বাজেট হতে হবে উৎপাদন ও কর্মসংস্থানমুখী। নজর দিতে হবে কাঠামোগত সংস্কারে। আওতা বাড়িয়ে বাড়াতে হবে রাজস্ব আদায়। আগামী ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেট সামনে রেখে এসব প্রস্তাব তুলে ধরে প্রতিষ্ঠানটি।

বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভের অর্থ চুরির ঘটনাটি নিয়ে আরও খোলামেলা আলোচনা হওয়া উচিত বলেও মনে করে সিপিডি। এ জন্য বিষয়টি নিয়ে জাতীয় সংসদ ও স্থায়ী কমিটির বৈঠকে আলোচনা করা যেতে পারে। গতকাল রোববার রাজধানীর

সিরডাপ মিলনায়তনে সংবাদ সম্মেলনে এসব বিষয় নিয়ে কথা বলেন সিপিডির সম্মানীয় ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। বড় বাজেট প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বাংলাদেশের বাজেটের যে আকার এটা জিডিপির মাত্র ১৭ শতাংশ। এ বিবেচনায় বাজেট মোটেও উচ্চাভিলাষী নয়। এটা বাড়িয়ে ২২-২৩ শতাংশ করা গেলে ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৪ ■ আরও খবর : পৃষ্ঠা-১২

উৎপাদন ও কর্মসংস্থানমুখী

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

ভালো। এ জন্য নিজস্ব সম্পদ আহরণ জোরদার করতে হবে। চলতি (২০১৫-১৬) অর্থবছরে ৭ শতাংশের বেশি জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন হবে বলে সরকারের পক্ষ থেকে যে দাবি করা হয়েছে, তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছে সিপিডি। প্রতিষ্ঠানটি মনে করে, প্রবৃদ্ধি অর্জনের প্রধান চালিকাশক্তি ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগ কমে গেছে, কমেছে কর্মসংস্থান, আয়কর আদায় গত ১৪ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন পর্যায়ে। সাধারণ নিয়মে অর্থনীতির আকার বাড়লে তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আয়কর আদায়ও বৃদ্ধির কথা। কিন্তু তা হয়নি। অথচ এসব প্রতিকূলতার পরও উল্লিখিত প্রবৃদ্ধি অর্জনে বড় ধরনের বৈপরীত্য দেখা যাচ্ছে।

সিপিডি বলেছে, যে প্রবৃদ্ধির কথা বলা হচ্ছে, তার নেপথ্যে প্রধানত কাজ করেছে সরকারি চাকরিজীবীদের বেতন বৃদ্ধি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য তথ্য সেবানির্ভর খাতে বেশি বরাদ্দের কারণে। তবে আগামীতে বেতন বাড়বে না। তখন প্রবৃদ্ধির চলমান ধারা ধরে রাখা কঠিন হবে। এ জন্য ম্যানুফ্যাকচারিংনির্ভর অর্থনীতির দিকে নজর দিতে হবে। এ প্রসঙ্গে ড. দেবপ্রিয় বলেন, প্রবৃদ্ধির উচ্চতর সোপানে আমরা যেতে চাই। তবে প্রবৃদ্ধি হতে হবে টেকসই। এ জন্য উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ড বাড়াতে হবে। আগামী বাজেটে এ বিষয়ে বিশেষ নজর দিতে হবে। 'পানামা পেপারসে' তথ্য ফাঁস প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, বাংলাদেশের অর্থ পাচারের ঘটনা 'রাজনৈতিক অর্থনীতির' সঙ্গে সম্পৃক্ত। ক্ষমতাধর এসব ব্যক্তিকে মোকাবেলা করার মতো প্রশাসনের সক্ষমতা আছে কি-না তা নিয়ে সন্দেহ আছে। সংবাদ সম্মেলনে চলতি অর্থবছরের সামষ্টিক অর্থনীতির হালনাগাদ চিত্র ও আগামী বাজেট উপলক্ষে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব তুলে ধরে সিপিডি। আয়কর আদায়ে বড় ধরনের সুযোগ আছে বলে মনে করে প্রতিষ্ঠানটি। তাদের মতে, 'সামর্থ্যবানদের' ৫০ ভাগই এখনও করের আওতার বাইরে। কর হার না বাড়িয়ে করদাতার সংখ্যা বৃদ্ধি করে অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ জোরদার করতে হবে।

ড. দেবপ্রিয় জানান, বর্তমানে বিশ্ব পরিস্থিতি জটিলতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। ফলে বিশ্ব অর্থনীতির কোনো অভিঘাত যাতে হঠাৎ করে বাংলাদেশের অর্থনীতির ওপর আঘাত হানতে না পারে, সে বিষয়ে আগামী বাজেটে পদক্ষেপ নিতে হবে। অনুষ্ঠানে সিপিডির লিখিত প্রস্তাব তুলে ধরেন সিনিয়র রিসার্চ ফেলো তৌফিকুল ইসলাম খান। স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রতিষ্ঠানটির নির্বাহী পরিচালক ড. মোস্তাফিজুর রহমান। এ ছাড়া বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম।

বাজেটের বড় দুর্বলতা : সিপিডি মনে করে, বাজেট বাস্তবায়ন ও প্রাক্কলনের মধ্যে পার্থক্য ক্রমেই বাড়ছে। সব থেকে বড় পার্থক্য সৃষ্টি হচ্ছে অর্থায়নের ক্ষেত্রে। বৈদেশিক সাহায্য ব্যবহার, রাজস্ব আদায় ও এডিপি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এ ব্যবধান তৈরি হচ্ছে। চলতি ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এই পার্থক্য বিগত কয়েক বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে চলে গেছে। এতে বাজেট 'বিশ্বাসযোগ্যতা' হারাচ্ছে। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠানটি মনে করে, বাজেটের প্রাক্কলনের ভিত্তি হওয়া উচিত বাস্তবায়নের সক্ষমতা ও বাস্তবতার নিরিখে। টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জনে আগামী বাজেটে ৫টি বিষয়ের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে বলা হয়। এগুলো হচ্ছে- সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো ঠিক করা, রাজস্ব আদায় বাড়াতে পদক্ষেপ, সরকারি ব্যয়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে প্রাধিকার ঠিক করা, প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার ও বৈশ্বিক পরিস্থিতি সামনে রেখে রক্ষাকবচ পদক্ষেপ নেওয়া।

রিজার্ভের অর্থ চুরি : রিজার্ভের অর্থ চুরির ঘটনা সম্পর্কে ড. দেবপ্রিয় বলেন, এতে অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে না। টাকার অক্ষে এটি বড় ঘটনা নয়। কারণ, এর আগেও হলমার্ক, বেসিক ব্যাংক ও বিসমিল্লাহ গ্রুপের নামে হাজার হাজার কোটি টাকার আর্থিক কেলেঙ্কারি হয়েছে। সৃষ্ট ঘটনা প্রমাণ করে বাংলাদেশের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় কোনো সমন্বয় নেই। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশের রিজার্ভের অর্থ চুরির ঘটনা নিয়ে ফিলিপাইনের সংসদে গুনানি চলছে। আলোচনা হয়েছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ওবামার কেবিনেটে। অথচ আমাদের সরকারের মধ্যে এটা নিয়ে কোনো কথা হয়নি। সংসদ আছে, আছে পার্লামেন্টারি স্ট্যান্ডিং কমিটিও। সেখানে আলোচনা হতে পারত। এ ঘটনা প্রমাণ করে, আমাদের অর্থনীতি পরিচালনার ক্ষেত্রে বড় ধরনের অসঙ্গতি আছে।